ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-63 ■ 8 December, 2024 ■ আগরতলা ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবে চিফ মিনিস্টার প্যানেলে

ত্রিপুরা এখন শান্তিপূর্ণ রাজ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা আজ নয়দিল্লির ভারত মণ্ডপমে 'অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবের দ্বিতীয় দিনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সকল মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে আয়োজিত Chief Minister's Panel -এ অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সহ অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা।মুখ্যমন্ত্রী বলেন ' ত্রিপুরা এখন শান্তিপূর্ণ রাজ্য।

ত্রিপুরায় সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ বইছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ত্রিপুরায় বিমান পরিষেবা থেকে শুরু করে রেল পরিষেবা, ইন্টারনেট সব স্টোরেই ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করছে। উল্লেখ্য আলোচনার মূল বিষয় ছিল Towards Prosperity: Catalysing North Eastós Progress for a Viksit Bharat' আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বলে প্রধানমন্ত্রী আসার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অক্ট ইস্ট পলিসি কারণে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। যা আগে কল্পনাই করা যেত না। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন ত্রিপুরাকে হিরা মডেল উপহার দেবে ন।এখন হীরা প্লাস দিয়েছে। ছয়টা ন্যাশনাল হাইওয়ে ছাড়াও ইন্টারনেট তৃতীয় শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা উন্নীত হয়েছে. রেল পরিষেবার ক্ষেত্রেও উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা এখন দূরপাল্লার ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজধানী কাঞ্চনজঙ্ঘার মতন এক্সপ্রেস এখন ত্রিপুরার শেষ প্রান্ত সাবরুম পর্যন্ত গেছে। শুধু তাই নয় প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ এর কারণে রাজ্যের বিমানবন্দরটিও আন্তর্জাতিক রূপ পেয়েছে আগামী দিনের চট্টগ্রামের সঙ্গে যাত্রা শুরু কথা ছিল বাংলাদেশের অস্থিরতার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মৈত্রী সেতু তৈরি হলেও চালু হলে সাউথ এশিয়ার গেট ওয়ে হয়ে উঠবে ত্রিপুরা। বাংলাদেশের সঙ্গে রেলপথে কলকাত যোগাযোগের মাধ্যমটিও এখন অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে রয়েছে। শান্তির ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এখন দেশের ২৮ টি রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় স্থানে এসে পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী সব সময় বলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন না হলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি শিল্প কর্মসংস্থান এই বিষয়গুলিতে অগ্রাধিকার দেওয়া। সেই লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। রাজ্যে তিনটি মেডিকেল কলেজ রয়েছে, এছাড়াও নার্সিং কলেজ সহ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ রয়েছে বলে বহির রাজ্যে শিল্প উদ্যোগীদের রাজ্যে আসার আগ্রহ বাড়ছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এ রাজ্যে পর্যটনের দিকগুলো তিনি তুলে ধরে। এছাড়া রাজ্যের জাতি জনজাতির দৃষ্টি সংস্কৃতি ও মেলবন্ধনে রাজ্যের উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হচ্ছে। ৩৫ বছরে বাম শাসনে যা হয়নি প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর উন্নয়নের গতি আরো দ্রুত এগোচ্ছে। ইন্টারনেট পরিষেবার ক্ষেত্রে রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে ৯০ টি আই টি সেক্টর কাজ করলেও তা পুরাতন মডেলে ছিল বর্তমানে তা আধুনিক হয়েছে টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রাজ্যে বহু যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের ও সুযোগ মিলেছে। তিনি আশাবাদী উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি একত্রিত হয়ে উন্নয়নের কাজকে আরো ত্বরান্বিত করবে। অনুষ্ঠানের ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদৃত্বশীর্ণ

উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে ডোনার মন্ত্রণালকে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নোয়াপাড়ায় বিজেপি ও সিপিএমের সংঘর্ষে তপ্ত পরিস্থিতি, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। নোয়াপাড়া এলাকায় বিজেপি ও সিপিআইএমের সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা সিপিআইএম কর্মী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, নোয়াপাড়া এলাকায় ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে সিপিআইএম ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এব্যাপারে বিশাল গড় থানায় মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনায় জড়িত দুই সিপিআইএম কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনা শুক্রবার গভীর রাতে। ঘটনার সাথে জড়িত দুই সিপিআইএম কর্মী মিলাদ হোসেন ও সুমিতকে গ্রেফতার করে বিশালগড় থানা পুলিশ। উক্ত ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায়, সাদ্দাম হোসেন নামে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে আচামকাই হামলা চালায় মিলাদ হোসেন সহ একাধিক সিপিআইএম কর্মী। সাদ্দাম হোসেন অভিযোগ করেন এলাকায় তিনি বিজেপি দলের হয়ে কাজকর্ম করায় ওনার বাড়িতে এই আক্রমণ। সাদ্দাম হোসেনের বাড়িঘর ভাঙচুর করে ঘরে থাকা নগদ দু লক্ষ টাকা লুট করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। নোয়াপাড়া ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বার জসিম উদ্দিন সহ এলাকাবাসী দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। অভিযুক্তদের আটক করে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ ছুটে গিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। অভিযুক্তদের বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করবে বিশালগড় থানা পুলিশ।

দুষ্কৃতি হামলায় আক্রান্ত পরিবহন শ্রমিক, ট্যাঙ্কার চালকদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। দুষ্কৃতি হামলায় জ্বালানি তেল পরিবাহী ৫ জন পরিবহন শ্রমিক আক্রান্ত হয়েছেন। এরই প্রতিবাদে জ্বালানি তেলবাহী ট্যাঙ্কারের চালকরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। দুষ্কৃতিকারীরা বিচারের আওতায় না আসা পর্যন্ত এই কর্মবিরতি জারি থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।

এবিষয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের রাজ্য সভাপতি অসীম দত্ত বলেন, গতকাল রাতে ধর্মনগরের বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের মদদপুষ্ট মাফিয়া বাহিনী ধর্মনগরের ইন্ডিয়ান অয়েল ট্যাংকারের পরিবহন শ্রমিকদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। তাতে ৫জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, বিশ্ববন্ধু বাবুর প্রশ্রয়ে দুষ্কৃতিকারীরা পরিবহন শ্রমিকদের উপর হামলা চালিয়েছে। তাই সমস্ত শ্রমিকরা ওই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হবেন। এদিন তিনি হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, রাষ্ট্র মদতে কোনো শ্রমিকের উপর আক্রমণ করা যাবে না। তাহলে, আগামীদিনে সমস্ত শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে। গতকাল রাতেই ভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসংঘের উদ্যোগে উত্তর জেলার এসপির কাছে পাঁচ জনের নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং ওই হামলার প্রতিবাদে ওয়েল ট্যাঙ্কার পরিবহন চালকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন।এদিন তিনি আরও বলেন, খাদ্যদপ্তর থেকে কর্মবিরতী প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু ওই অনুরোধ তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তার কথা, যতক্ষণ না পর্যন্ত এবিষয়ে খাদ্যমন্ত্রী সাথে কথা হচ্ছে ততদিন চালকদের কর্মবিরতী চলবে।

গতকাল ভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসংঘের ত্রিপুরা প্রদেশ এক বিবৃতি জারি করে ধর্মনগরে অয়েল ট্যাংকারের নিরীহ পরিবহন শ্রমিকদের উপর ন্যাক্কারজনক আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়েছে। পাশাপাশি, দুষ্কৃতিকারীদের বিচারের আওতায় না আসা পর্যন্ত সমস্ত রকম ওয়েল ট্যাংকার পরিবহন চালকরা তাঁদের কর্ম বিরতির ঘোষণা করেছেন। তাঁদের দাবি, যতদিন পর্যন্ত দুষ্কৃতিকারীরা বিচারের আওতায় না আসছে ততদিন পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে।

এবিষয়ে খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ বলেন, শ্রমিক আক্রমণের বিষয়টি তিনি অবগত আছেন। প্রশাসনের তরফ থেকে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ বলেন, ওই ঘটনায় ট্যাংকার চালকরা কর্মবিরতীতে আছেন। ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জরিং পাইয়া বলেন, ওই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি।

কৈলাসহরের মনু সীমান্ত দিয়ে ফের আমদানি-রপ্তানী চালুর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু আক্রান্তের ঘটনায় ত্রিপুরায় প্রতিবাদের জেরে কৈলাসহরে মনু ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ রয়েছে। ত্রিপুরার আমদানি রপ্তানিকারকরা এখন কোনো উপায় না দেখে রাজ্য সরকারের সাহায্য চেয়েছেন। মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখে তারা ওই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হস্তক্ষেপের আবেদন করেছেন তারা। এক্সপোর্টার এন্ড ইম্পোর্টার এসোসিয়েশনের দাবি, আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যেভাবে চালু রয়েছে, কৈলাসহরেও সেই ব্যবস্থা হোক।

বাংলাদেশে ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির প্রতিবাদে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে গত ২৭ নভেম্বর ব্যারিকেড ফেলে কৈলাসহরস্থিত মনু ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে, বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি ওইদিন থেকেই বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাই এক্সপোর্টার এন্ড ইম্পোর্টার এসোসিয়েশন ত্রিপুরার মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখে অতিসত্বর ওই অচলাবস্থা কাটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

এসোসিয়েশনের বক্তব্য, ওই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে ১০০ পরিবারের জীবিকা নির্ভর করে। মনু ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনে শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। ফলে, ওই পরিবারগুলি জীবিকা নির্বাহে দারুণ সমস্যা সম্মুখীন হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার কারণেই ওই পরিবারগুলির অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে।

ওই চিঠিতে এসোসিয়েশন দাবি করেছে, গত ২৭ নভেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার কারণে ভারত সরকারের ২৫ লক্ষ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কৈলাসহরস্থিত মনু ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন দিয়েও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যের ও দেশের অন্যান্য স্থলবন্দরের মতোই সুযোগ দেওয়ার জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও গ্রুপ বাজি করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও গ্রুপ বাজি করার অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের কারা দপ্তরের এক খুদে অফিসারের নেতৃত্বে ওই গ্রুপ বাজি চলছে বলে অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, কারা দপ্তরের দেবাশীষ শীলের বিরুদ্ধে গ্রুপ বাজির অভিযোগ উঠেছে। তিনি বর্তমানে বিশালগড়স্থিত কেন্দ্রীয় সংশোধনাগরের সাব জেলারের দায়িত্বে রয়েছেন। সেখানে বসেই তিনি নিজের পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ। ওই গ্রুপে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া সাব জেলের কারারক্ষী চিলু মগ, আশিষ পাল, বিকাশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রহস্যজনক মৃত্যু পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। জঙ্গলে লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে বছর পঞ্চাশের এক ব্যক্তির। ওই ঘটনায় মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন চাকমাঘাটের চামপ্লাইস্থিত এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, গতকাল চামপ্লাই এলাকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রসূতি ও সদ্যজাতের মৃত্যুর পর মোটা অংক মিটিয়ে দিতে নার্সিংহোমের চাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ ডিসেম্বর।। নার্সিং হোমে প্রসূতি মা ও সদ্যজাত সন্তানের মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। একদিকে স্ত্রী ও সন্তানকে হারিয়ে শোকে কাতর চন্দ্র হালাম। নার্সিং হোমের মোটা অংকের বিল দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। তাঁর অভিযোগ স্ত্রী ও গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা আশঙ্কাজনক জেনেও নার্সিং হোম বিষয়টি চেপে গেছে। উল্টে এখন দেড় লক্ষ টাকা বিল মিটিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। বিল মেটানো না হলে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে না বলে নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়েছেন। তাতেই চন্দ্র হালাম ও তাঁর পরিবারের সাথে নার্সিং হোমের কর্মীদের বচসা বাধে। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, প্রসবের জন্য কৈলাসহর স্থিত উনকোটি নার্সিং হোমে এসে ভর্তি হয়েছিলেন চন্দ্রপতি হালাম। তার বাড়ি পানিসাগর চন্দ্ররাম পাড়ায়। প্রসব বেদনা নিয়ে প্রথমে ধর্মনগর হাসপাতালে গেলেও সেখান থেকে তাকে কৈলাসহর উনকোটি নার্সিং হোমে স্থানান্তর করা হয়। আজ বিকাল ৩ টে নাগাদ ওই প্রসূতি মহিলা নার্সিং হোমে এসে ভর্তি হয়েছে বলে জানায় মৃতার পরিবারের লোকজন। কিন্তু ৪ টে নাগাদ চিকিৎসকরা এসে জানায় বাচ্চা ও মা দুজনেই মৃত।

পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, নার্সিং হোমে জরুরি বিভাগে ভর্তি করার সময় একটি কাগজে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাগজে কি লেখা ছিল তা রোগীর পরিবারের কাছে প্রকাশ করা হয় নি।

এদিকে কাগজের লেখা ছিল রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা এবং প্রসবের ক্ষেত্রে কি সমস্যা রয়েছে ইত্যাদি সম্পর্কে। পাশাপাশি এই অপারেশনে কত তারা বিল হচ্ছে সেটাও উল্লেখ করা ছিল। কিন্তু রোগীর পরিবার লেখাপড়া জানেন না, ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারে নি। রোগীর মৃত্যুর পর বিলের দেড় লক্ষ টাকা শোধ করতে বলা হয় পরিবারকে। না হলে মৃতদেহ তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেয় নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ। তাই এ নিয়ে নার্সিং হোমের কর্মীদের সাথে রোগীর পরিবারের বচসা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কৈলাসহর থানা পুলিশের কাছে খবর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন হিন্দুরা পরিবার নিয়ে পালিয়ে এসে রাজ্যে আর্তনাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ৭ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন হিন্দু সংখ্যালঘুরা। তাই পরিবার নিয়ে ত্রিপুরায় পালিয়ে এসে আর্তনাদ করছেন তাঁরা। এমনই ১০ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আমবাসা রেলস্টেশন থেকে আটক করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে হিন্দু সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ক্রমাগত অত্যাচার হুজ্জুতির জেরে অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সীমান্ত ডিঙিয়ে অবৈধভাবে এপারে প্রবেশ করছেন। এখন অবধি বহু সংখ্যক অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশী দেশের হিন্দুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে ভিসা আবেদন বন্ধ রয়েছে। কিন্তু রাজ্যে সীমান্ত ডিঙিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশ অব্যাহত রয়েছে।

শনিবার ১০ জন বাংলাদেশিকে আটক করেছে আমবাসা থানার পুলিশ। তাদের মধ্যে ৫ জন নাবালক, ২ জন মহিলা এবং ১ জন বৃদ্ধ আছেন। আমবাসা রেলস্টেশন থেকে তাদের আটক করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিন্ময় কৃষ্ণের মুক্তি চেয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে চিঠি পুর্নাত্মানন্দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর।। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর কারামুক্তি চেয়েছেন বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের কাছে চিঠি পাঠিয়ে ওই আবেদন রেখেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বর্তমানে বাংলাদেশের কারাগারে বিচারাধীন হিসেবে বন্দী রয়েছেন। তাঁর জামিনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সি পি আই এম পার্টির ২৪ তম বিভাগীয় সম্মেলন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। আজ সি পি আই এম পার্টির ২৪ তম খোয়াই বিভাগীয় সম্মেলন শুরু হয়। এদিন বিকেলে রক্তপতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঘোর দেববর্মা। শহিদ স্মরণ কর্মসূচিও পালন করা হয়। আজ উদ্বোধনী সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করবেন বিদায়ী সম্পাদক পদ্ম কুমার দেববর্মা। সম্মেলন থেকে নতুন মহকুমা কমিটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের নিয়োগের দাবিতে বিক্ষাভ এসটিজিটি প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ফের অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশ এবং একত্রে নিয়োগের দাবিতে সিটি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এস টি জি টি চাকুরী প্রত্যাশীরা।

জনৈক পরিক্ষার্থী জানিয়েছেন, ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষা দেওয়ার ২ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশ করেনি শিক্ষা দপ্তর। এ—বিষয়ে একাধিকবার টিআরবিটির দ্বারস্থ হয়েও কোন জবাব মিলছে না। এখনো পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ

হয়ে আছে।

তাঁদের অভিযোগ, সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল আইনগত কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে না। কিন্তু বর্তমানে সেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশাগলড় খাদ্য দপ্তর অফিসে কর্মসংস্কৃতি দেখে হতবাক বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। বিশালগড় মহকুমা খাদ্য দপ্তরের অফিসে সকাল ১১ টা পর্যন্ত তালা, দেখা মেলেনি কর্মচারীদের। সরেজমিনে পরিদর্শন করে চক্ষু চরক গাছ বিধায়কের।

শালগড় মহকুমা শাসক অফিসে খাদ্য দপ্তরে দরজায় সকাল ১১টা পর্যন্ত তালা। খাদ্য দপ্তরের একাংশ কর্মচারীদের কাজে অবহেলার ধরুন জনদুর্ভোগি চরম আকার ধারণ করেছে। দুই-তিন মাস হয়ে গেলো রেশন কার্ডে নতুন নাম তুলতে পারছেন না জনগণ। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার সকালে সরজমিনে খাদ্য দপ্তর অফিসে ছুটে যান বিধায়ক সুশান্ত দেব।

অভিযোগের সমস্ত সত্যতা যাচাই করে একাংশ ফাঁকিবাজ কর্মচারীদের সিপিআইএম আমলের সমস্ত কালচার ভুলে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। জনগণ সঠিক সময়ে সঠিক পরিষেবা থেকে যেন বঞ্চিত না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক করেন। বিশালগড় মহকুমা খাদ্য দপ্তরের একাংশ ফাঁকিবাজ কর্মচারী সিপিআইএম আমলের কালচার বজায় রাখার দরুন বিভিন্ন ভাবে ভোগান্তির শিকার জনসাধারণ।

জানা গেছে, ফাঁকিবাজ একাংশ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জেলাশাসকের সাথে দ্রুত আলোচনায় বসছেন বিধায়ক।

জাগরণ
আগরতলা,৮ ডিসেম্বর,২০২৪
২২ অগ্রহায়ণ , রবিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সংঘাতপূর্ণ সিরিয়া
ভারতীয়দের জন্য সতর্কতা

সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল এবং সংঘাতপূর্ণ। দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সরকারবিরোধী বিদ্রোহীদের অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে। সম্প্রতি বিদ্রোহীরা বেশ কয়েকটি শহর দখল করিয়াছে, যাহা সরকারি বাহিনীর জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে, সিরিয়া ও রাশিয়ার যৌথ বাহিনী বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করিয়া বিমান হামলা চালাইয়াছে। এতে বেশ কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটিয়াছে, বিশেষত আলেপ্পো এবং ইদলিব অঞ্চলে।

এছাড়া, সিরিয়ার সংকটে আন্তর্জাতিক প্রভাবও স্পষ্ট। তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে এই সংঘাত নিয়া কৌশলগত টানাপোড়েন চলিতেছে। তুরস্ক উত্তর সিরিয়া থেকে কুর্দি গোষ্ঠীর উপস্থিতি কমাইতে চায়, আর সিরিয়া চাইছে তুরস্ক তাহাদের সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করুক। এদিকে, সংঘাতের কারণে লাখ লাখ সিরীয় শরণার্থী হিসাবে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করিতেছে, যাহা একটি বড় মানবিক সংকট সৃষ্টি করিয়াছে।এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সমাধান এখনো অনিশ্চিত, কারণ সরকার ও বিদ্রোহী পক্ষের মধ্যে কোনও আপসের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

ভারত সরকার সিরিয়ায় বসবাসরত বা সেখানে ভ্রমণকারী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য একটি সতর্কতা জারি করিয়াছে। বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায়, সকল ভারতীয় নাগরিককে সিরিয়া ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা বর্তমানে সিরিয়ায় অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়া আসিবার অনুরোধ করা হইয়াছে। পাশাপাশি, ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখিতে এবং সীমিত চলাচল নিশ্চিত করিতে বলা হইয়াছে। জরুরি প্রয়োজনে দূতাবাসের হটলাইন নম্বর এবং ইমেল ঠিকানার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া যাইতে পারে।

যাহাদের পক্ষে সম্ভব, তাহাদের অবিলম্বে পরবর্তী ফ্লাইটে সিরিয়া ছাড়িতে বলা হইয়াছে। যাহাদের পক্ষে ফেরা সম্ভব নয়, তাহাদের সতর্কতা অবলম্বন করিতে এবং যথাসাধ্য বাইরে বেরনো এড়াইয়া চলিতে বলা

হইয়াছে।পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। গভীর রাতেই সতর্কতা জারি করিল ভারত সরকার। বলা হইল অবিলম্বে দেশ ছাড়িতে। একইসঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ভ্রমণেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইল। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জারি করা হইয়াছে ইমার্জেন্সি হেল্পলাইন নম্বরও।পরিস্থিতি উত্তপ্ত সিরিয়ায়। সেখানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি টালমাটাল। রাশিয়া ও ইরান সমর্থিত বাসার আল-আসাদের সরকারকে উৎখাত করিতে উদ্যত বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠী। সিরিয়ার হোমসের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। যে কোনও মুহূর্তেই শহরের ক্ষমতা দখল করিতে পারে। ইতিমধ্যেই আলেপ্পো, হামা সহ একাধিক শহরের দখল নিয়াছে জঙ্গিরা। ২০১১ সালের যুদ্ধের পর এই প্রথম এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল।সিরিয়ার পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হওয়াতেই ভারত সরকারের তরফে শুক্রবার রাতে সতর্কতা জারি করা হয়। ভারতীয়দের আপাতত সিরিয়া যাইতে বারণ করা হইয়াছে। একইসঙ্গে ইমার্জেন্সি হেল্পলাইন নম্বর ও ইমেইল আইডিও দেওয়া হইয়াছে সে দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের যোগাযোগের জন্য। সিরিয়ায় এই মুহূর্তে যত সংখ্যক ভারতীয় রহিয়াছেন, তাহাদের দামাস্কাসে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে বলা হইয়াছে। যাহাদের পক্ষে সম্ভব, তাহাদের অবিলম্বে পরবর্তী ফ্লাইটে সিরিয়া ছাড়িতে বলা হইয়াছে। যাহাদের পক্ষে ফেরা সম্ভব নয়, তাহাদের সতর্কতা অবলম্বন করিতে এবং যথাসাধ্য বাইরে বেরনো এড়াইয়া চলিতে বলা হইয়াছে।

রাজ্যসভায় ঋতব্রতকে প্রার্থী করল তৃণমূল

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজ্যসভায় ফাঁকা আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল তৃণমূল। সংসদের উচ্চকক্ষে সেই শূন্য আসনে এবার প্রাক্তন সিপিএম নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করল রাজ্যের শাসকদল। শনিবার সমাজমাধ্যমে এই ঘোষণা করা হয়েছে। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব ছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন জহর সরকার। সাংসদ হিসাবে আরও ১৫ মাসের মেয়াদ বাকি ছিল জহরবাবুর। তাঁর ইস্তফার পরেই সংসদের উচ্চকক্ষে তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১২-তে।

সেই আসন এত দিন শূন্য ছিল। রাজ্যসভার উপনির্বাচন আসন্ন। পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি রাজ্যসভার আসনের মধ্যে একটি আসন খালি হওয়ার কারণে ডিসেম্বর ভোটের ঘোষণাও করা হয়েছে। ডিসেম্বরের ২০ তারিখ হবে এই ভোট। বাংলা-সহ দেশের চার রাজ্যে হবে নির্বাচন।

ইভিএম ব্যবহার করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে : আদিত্য ঠাকবে

মুম্বই, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন উদ্ধব ঠাকরের ছেলে আদিত্য ঠাকরে। তাঁর কথায়, ইভিএম ব্যবহার করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে শনিবার উদ্ধব ঠাকরের শিবিরের জয়ী প্রার্থীরা বিধায়ক হিসেবে শপথ নেননি। আদিত্য বলেছেন, 'আমরা শপথ অনুষ্ঠান বয়কট করেছি, কারণ ইভিএম ব্যবহার করে ভারতে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। এটি (মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল) জনগণের জনাদেশ নয়, এটি ইভিএম এবং নির্বাচন কমিশনের ম্যান্ডেট।'

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা আদিত্য ঠাকরে বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার কী করছে? তাঁরা এখানে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কিছুই করছে না। ইন্দিরা গান্ধী কিছু করেছিলেন এবং এখন বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর যে নৃশংসতা চলছে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু করা উচিত।'

হাওড়ায় স্ত্রীকে খুনের চেষ্টা স্বামীর, অভিযুক্তকে আটক করল পুলিশ

হাওড়া, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করায় থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন স্ত্রী। রাগে ওই গৃহবধূকেই কাটারি দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার কোনা মণ্ডলপাড়ায়। গুরুতর আহত অবস্থায় মণিকা রায় নামে ওই মহিলাকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। মহিলার স্বামী পঞ্চা রায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে দাশনগর থানার পুলিস। আহত গৃহবধূ মণিকা রায় বলেন, আমার স্বামী সম্প্রতি অপর একটি বিয়ে করেছে। তাই থানায় গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। এই কারণেই আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে সে।

রাম বিবাহ শোভাযাত্রাকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, অশান্ত বিহারের দারভাঙ্গা

দারভাঙ্গা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাম বিবাহ শোভাযাত্রাকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে অশান্ত হয়ে উঠল বিহারের দারভাঙ্গা জেলার তারাউনী গ্রাম। দারভাঙ্গার এসডিএম বিকাশ কুমার বলেছেন, কোনও কিছু নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয় এবং পরে বিষয়টি আরও খারাপ হয়ে ওঠে। সময়মতো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে তদন্তের পর জানা যাবে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

হিন্দুদের ওপর ক্রমবর্ধমান হামলার বিরুদ্ধে সরব ভারত

অভিজিৎ রায়

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় ইসকনের সাধু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে সোমবার বাংলাদেশ বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করায় ভারতসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা হচ্ছে। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ক্রমবর্ধমান হামলার মধ্যেই এই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে অক্টোবরে চট্টগ্রামে এক সমাবেশে বাংলাদেশের পতাকা অবমাননার অভিযোগ রয়েছে। ভারত সরকার এই গ্রেফতারে এবং জামিন মঞ্জুর না হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিদেশ মন্ত্রক বলেছে যে এটা দুর্ভাগ্যজনক যে এই ঘটনার অপরাধীরা এখনও অবাধে ঘোরাফেরা করছে, কিন্তু একজন ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যিনি শান্তিপূর্ণ বৈঠকের মাধ্যমে ন্যায্য দাবি তুলেছিলেন। মঙ্গলবার রাতেই এই বিবৃতির পাল্টা বিবৃতি জারি করে বাংলাদেশ সরকার জানিয়েছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিবৃতি জারি করেছে ভারত। ইউনুস সরকার বিবৃতি বলে, 'অত্যন্ত হতাশা ও দুঃখের সঙ্গে সরকার লক্ষ্য করছে যে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির ঘটনাকে কিছু মহল ভুলভাবে তুলে ধরছে। এটি প্রতিবেশী দুই দেশের বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়ার পরিপন্থী।'

বাংলাদেশ সরকার ধর্ম, জাত-পাত নির্বিশেষে সকলকে মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করছে এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সরকারের দায়িত্ব। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন, সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করে না বলেই জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ ও বাংলাদেশ সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোট নামে দুটি সংগঠন বর্তমানে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের ব্যানারে আন্দোলন করছে। সেই জোটের মুখপাত্র করা হয়েছে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে। প্রসঙ্গত, গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামে সমাবেশ করেছিল বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ। সেই সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুও। সেই সমাবেশেই নাকি তিনি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছিলেন। এই অভিযোগেই চট্টগ্রামে একটি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেন বিএনপি নেতা ফিরোজ খান। গত ৩১ অক্টোবর চিন্ময় দাস-সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন সেই নেতা। এদিকে বাংলাদেশে ইসকন সাধকের গ্রেপ্তারের ঘটনায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এই পদক্ষেপকে কাপুরুষ ও অগণতান্ত্রিক বলে বর্ণনা করেছে। কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর মুক্তির জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে কথা বলার জন্য ভারতের কাছে আবেদন জানিয়েছে ইসকন। কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছে ইসকন। সদগুরু এবং শ্রী শ্রী রবিশঙ্করও গ্রেফতারের সমালোচনা করেছেন। রবিশঙ্কর বলেন, প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূসের কাছ থেকে আমরা আরও বেশি আশা করি, যিনি জনগণের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন এবং সে কারণেই তাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করা হয়েছে। আমরা আশা করব না যে তারা এমন পদক্ষেপ নেবে যা সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও উত্তেজনা এবং ভয় তৈরি করবে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যা এবং গণতন্ত্রের দুর্বলতার মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, একজন মুসলিম যুবক ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছিলেন, যার পরে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় প্রতিবাদ করেছিল। বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা উদ্বেগজনক। একসময় বাংলাদেশের জনসংখ্যার ২০ শতাংশ হিন্দু ছিল, কিন্তু এখন তা কমে ৯ শতাংশ-এরও কম হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা বলছেন, সংখ্যালঘুরা সবসময় দুর্বৃত্তদের সহজ লক্ষ্যবস্তু। একটি প্রতিবেদন অনুসারে, জানুয়ারী ২০১৩ থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর কমপক্ষে ৩৬৭৯টি হামলা হয়েছে, যার মধ্যে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের পর বাংলাদেশ কঠিন সময় পার করছে। ইউনূস সরকার সংখ্যালঘু ও হাসিনার দলের কর্মীদের ওপর হামলা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইউনুস হিন্দুদের ওপর ক্রমবর্ধমান হামলার প্রতিবেদনকে খারিজ করে দেন এবং দাবি করেন যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা শুধুমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে ঘটেছে। কিছুক্ষণ আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইউনুস বলেছিলেন যে হিন্দুদের উপর হামলা সাম্প্রদায়িক নয় বরং রাজনৈতিক অস্থিরতার ফল, কারণ একটি ধারণা ছিল যে বেশিরভাগ হিন্দু হাসিনার আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে।

সম্প্রতি বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণার দাবি উঠেছে। দেশটির অ্যাটর্নি জেনারেল সম্প্রতি হাইকোর্টে শুনানির সময় যুক্তি দিয়েছিলেন যে 'সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এমন একটি জাতির বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না যেখানে ৯০ শতাংশ জনসংখ্যা মুসলিম। বিশ্লেষকরা বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে তুলনা করেছেন।' শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের পর বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে আফগানিস্তানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রতিক্রিয়াগুলি বাংলাদেশের ভবিষ্যত নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছে এবং দেশটি কোন দিকে নিয়ে যায় সেটাই দেখার বিষয়। (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে বছরে ৩০ হাজার কোটি ডলার সহায়তা দেবে উন্নত দেশগুলো

আহমাদ মুদ্দাসসের

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে বছরে কমপক্ষে ৩০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে উন্নত দেশগুলো। এবারের সম্মেলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এটিকে। দুই সপ্তাহ আলোচনার পর কপ-২৯-এ প্রতিনিধি দলগুলো এই বার্ষিক অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে একমত হয়েছে।

আজারবাইজানের বাকু শহরে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি সামগ্রিক লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, ২০৩৫ সালের মধ্যে অন্তত ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থায়ন করা হবে। এ সম্মেলন শেষ হওয়ার কথা ছিল ২২ নভেম্বর। কিন্তু জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে বাদানুবাদের কারণে সম্মেলন শেষ হতে সময় লেগেছে অতিরিক্ত ৩৩ ঘণ্টা। সে কারণে গত সম্মেলন শেষ হয় গত ২৪ নভেম্বর। এর আগে, ২০০৯ সালের সম্মেলনে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই চুক্তি শেষ হবে চলতি বছর। তাই নতুন চুক্তি অনুযায়ী আগামী বছর থেকে ৩০০ ডলার অনুদান পাবে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো।

২৪ নভেম্বর চুক্তিতে কিছু পরিবর্তনের পর অংশ নেওয়া দেশগুলো চুক্তি অনুমোদন করে। তখন সদস্যরাষ্ট্রগুলো উল্লাস ও করতালির মাধ্যমে এ চুক্তিকে স্বাগত জানায়। তবে এই চুক্তিতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে চুক্তি নিয়ে হতাশা রয়ে গেছে। সুইজারল্যান্ড, মালদ্বীপ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোর অভিযোগ, এই চুক্তিতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর বিষয়ে আলোচনা খুব দুর্বল। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর সিদ্ধান্ত ২০২৫ সালের জলবায়ু সম্মেলনে আলোচনার জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। ৩০০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, 'কপ-২৯-এ এমন একটি চুক্তি হওয়া দরকার ছিল, যাতে তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির ওপরে না ওঠে।' তবে এমন কোনো চুক্তি হয়নি। তা ছাড়া জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিল্পবিপ্লবের পর এ বছরের তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির বেশি গেছে।

ফলে এবারের সম্মেলনকে বিশেষজ্ঞরা দেখছেন উন্নত দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে 'ক্রটিপূর্ণ আপস' জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিল্পবিপ্লবের পর এ বছরের তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির বেশি গেছে। ফলে এবারের সম্মেলনকে বিশেষজ্ঞরা দেখছেন উন্নত দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে 'ক্রটিপূর্ণ আপস' হিসেবে। আগেই বলেছি, এবারের জলবায়ু সম্মেলন হয়েছে আজারবাইজানের বাকু শহরে। আজারবাইজান পুরোপুরি একটি জীবাশ্ম জ্বালানি রপ্তানিকারক দেশ। ভূরাজনৈতিক কারণে এবার তারা জলবায়ু সম্মেলন আয়োজনের সুযোগ পেয়েছে। আয়োজক শহর বাকুর কাছেই একটি স্টেডিয়ামে সাজানো হয়েছে কপ-২৯—এর ভেন্যু। এই শহরে ২০-৩০ লাখ মানুষের থাকার জায়গা পুনর্নির্মাণ করেছে শহর কর্তৃপক্ষ। পুরো কাজটি করা হয়েছে তেল বিক্রির টাকা দিয়ে। এ শহরে প্রতিবছর আয়োজন করা হয় ফর্মুলা ওয়ান গ্রাঁ প্রি। সেখানে শহরের আশপাশের রাস্তাগুলোকে রেসট্র্যাক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই স্টেডিয়ামের কাছেই তেল উত্তোলন খনি থেকে সারাক্ষণ তেল উত্তোলন করা হয়। এক মাইলেরও কম দূরের একটি তেল শোধনাগার প্রতিনিয়ত মিথেন পোড়ায়। মিথেন সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর একটি। আজারবাইজান কাসপিয়ান সাগরের তীরবর্তী অসংখ্য তেল খনি থেকে সারাক্ষণ তেল তোলে। এমন এক দেশে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন গ্রেটা থুনবার্গসহ সব জলবায়ু কর্মী। সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় গ্রেটা বলেছেন, এটি 'গ্রিনওয়াশ সম্মেলন'।

চলতি বছরের সম্মেলনের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো, এই বছর প্রায় নিশ্চিতভাবে (যেহেতু বছর এখনো শেষ হয়নি) সবচেয়ে উষ্ণ বছর হতে যাচ্ছে। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ এবং প্রাণঘাতী ঝড়ের কবলে পড়েছে বিশ্ব। গত বছরও ছিল এক লাখ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণতম বছর। ২০২৪ সালে এই রেকর্ড ভেঙে যাবে বলে প্রায় নিশ্চিত বিশেষজ্ঞরা। কারণ, বর্তমানে গ্রিনহাউস গ্যাসের স্তর রেকর্ড পর্যায়ে রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। হিমবাহ গলে যাওয়ার হারও আশঙ্কাজনক। বিশ্বজুড়ে চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলোয় বড় ধরনের প্রাণহানি ঘটেছে।

এবারের সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে আলোচিত বিষয় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফিরে আসা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি ট্রাম্প সন্দেহপ্রবণ। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে ২০১৫ সালের ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি থেকে সরিয়ে নেবেন। প্যারিস সম্মেলনে দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য একটি রোডম্যাপ বানিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র এ চুক্তি বা রোডম্যাপ থেকে সরে গেলে তা বড় সমস্যা হয়ে উঠবে। উন্নত দেশগুলো এ বিষয়ে খুব সচেতন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জলবায়ু তহবিলে এক পয়সাও দেবেন না। ফলে যে ঘাটতি তৈরি হবে, উন্নত দেশগুলোকে তা পূরণ করতে হবে। এর ফলে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ কঠিন হবে। উন্নত দেশগুলো এ বিষয়ে খুব সচেতন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জলবায়ু তহবিলে এক পয়সাও দেবেন না। ফলে যে ঘাটতি তৈরি হবে, উন্নত দেশগুলোকে তা পূরণ করতে হবে। এর ফলে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ কঠিন হবে

জলবায়ু সম্মেলনে প্রতিবারের মতো এবারো জলবায়ু কর্মীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার শেষ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। তবে এবার জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার চুক্তির ক্ষেত্রে তেমন কোনো সুখবর নেই। আশা করা যায়, আগামী বছরের সম্মেলনে বিষয়টি গুরুত্ব পাবে।

২০২৫ সালে ব্রাজিলের বেলেম শহর কপ-৩০ অনুষ্ঠিত হবে। এ সম্মেলন নিয়ে দেশগুলো আশাবাদী। কারণ, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমাজন রেইনফরেস্টের বন উজাড় কমানোর লক্ষ্যে কাজ করছেন তিনি।

প্রথম সিনেমার জন্য কেন 'পথের পাঁচালী'কেই বেছে নিয়েছিলেন সত্যজিৎ

সৌমেন্দ্র গোস্বামী

উমা দাশগুপ্তের মৃত্যুর পর আবার কথা হচ্ছে 'পথের পাঁচালী' নিয়ে। সিনেমায় দুর্গা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন উমা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সিনেমার নানা দৃশ্য শেয়ার করে শোক প্রকাশ করেছেন মুগ্ধ দর্শকেরা। সব বিচারেই বাংলা চলচ্চিত্রের বাঁক বদলে দিয়েছিল এই সিনেমা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৫৫ সালে 'পথের পাঁচালী' নির্মাণ করেন সত্যজিৎ রায়। উপন্যাসটি থেকে সিনেমা নির্মাণের কথা কেন ভেবেছিলেন সত্যজিৎ?

'পথের পাঁচালী' বিভূতির প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি যখন লেখেন, তখন তিনি ছিলেন ভাগলপুরে। স্কুলের চাকরি ছেড়ে নতুন কাজ নিয়ে ভাগলপুরের বাঙালিটোলায় গিয়েছিলেন তিনি। তবে 'পথের পাঁচালী' পাঠকের হাতে পৌঁছানো সহজ ছিল না, যদি না উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিভূতিভূষণের দেখা হতো।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আইনের ছাত্র। কিন্তু আইনের ছাত্র হলে কী হবে, সাহিত্যের প্রতি ভীষণ ভালো লাগা ছিল তাঁর। কেবল ভালো লাগা ছিল বললে ভুল বলা হবে, তিনি লিখতেনও। ওই সময়ের সব মানসম্পন্ন পত্রিকাতেই তাঁর লেখা বেরিয়েছিল। আর সেই মানুষই কিনা পড়ালেখার পাট চুকতেই ওকালতি করার উদ্দেশ্যে পৈতৃক নিবাস ভাগলপুরে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। আর ভাগলপুরে ফিরে কেবল পেশাগত প্র্যাকটিস পর্যন্ত থেমে থাকেননি তিনি। সাহিত্যপ্রেমী মানুষদের নিয়ে আড্ডার আয়োজনও শুরু করেন। প্রায় তাঁদের বসার ঘরে আড্ডা বসত। একদিন ঘুরতে ঘুরতে বিভূতিভূষণও আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। পরে নিয়মিত যেতে শুরু করলেন। কিন্তু কথা বলতেন না, চুপচাপ সবার কথা শুনতেন। বিভূতিভূষণকে চোখে পড়লেও তাঁর সঙ্গে খোলাখুলিভাবে তখনো আলাপ হয়নি উপেন্দ্রনাথের। বিভূতিভূষণ নিয়মিত আড্ডায় অংশ নেন, এ পর্যন্তই। কিন্তু এক বৃষ্টির দিনে কেউ আড্ডায় উপস্থিত হতে না পারলেও বিভূতিভূষণ গিয়ে উপস্থিত হন। বিভূতির সঙ্গে কথা শুরু করেন উপেন্দ্রনাথ। নানা কথা শেষে একপর্যায়ে জানতে চান, 'গল্প, কবিতা কিছু লেখেন?' বিভূতি লজ্জাবনত স্বরে জবাব দেন, 'সেভাবে তো কিছু লিখি না, একটা উপন্যাস লিখেছি।' 'উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিখানা একদিন পড়তে দেন। পড়ে দেখি কেমন লিখেছেন', বলেন উপেন্দ্রনাথ। বিভূতিভূষণ তত দিনে উপেন্দ্রনাথের জ্ঞান-গরিমায় মুগ্ধ। তাই তো ভয়ে ভয়ে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা উপেন্দ্রনাথের কাছে জমা দেন। আবারও শুরু হয় অপেক্ষা। বিভূতিভূষণ আশায় বুক বেঁধে আড্ডায় যান। আশা অন্য কিছু নয়, উপেন্দ্রনাথের মুখে নিজের প্রথম উপন্যাস বিষয়ে দুটি কথা শোনা।

কিন্তু এক দিন, এক সপ্তাহ করে মাস কেটে গেলেও উপেন্দ্রনাথ কিছু জানান না। সাহস করে যে জানতে চাইবেন, সে সাহসও বিভূতিভূষণ করে উঠতে পারেন না। অগত্যা মনে মনে ভেবে নেন, উপন্যাসটি মানসম্মত হয়নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন অন্য রকম ঘটনা ঘটে। আড্ডা শেষে উপেন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণকে ডেকে তাঁর লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সঙ্গে এ-ও জানান যে তিনি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে একটি পত্রিকা বের করবেন। নামও ঠিক হয়েছে 'বিচিত্রা'। আর 'বিচিত্রা'তেই 'পথের পাঁচালী' ছাপতে চান তিনি। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা'তেই কিস্তিতে প্রকাশিত হয় 'পথের পাঁচালী'।

১৯৪৫ সাল। প্রকাশনাজগতে সিগনেট প্রকাশনা সংস্থার সুখ্যাতি তখন চারদিকে। সত্যজিৎ রায় বইয়ের প্রচ্ছদ তৈরির সূত্রে সিগনেট প্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রচ্ছদ আঁকতেন। একদিন প্রেসের প্রধান ডি কে গুপ্ত তাঁকে ডেকে 'পথের পাঁচালী'র 'আম আঁটির ভেঁপু'র প্রচ্ছদসহ প্রাসঙ্গিক কিছু ছবি আঁকার দায়িত্ব দেন। তখনো 'পথের পাঁচালী' পড়া হয়নি সত্যজিতের। কিন্তু প্রচ্ছদ করতে হলে পড়তে হবে।

সত্যজিৎ সম্পূর্ণ বই পড়ে ফেললেন। মুগ্ধ হলেন। প্রায়শ কাহিনিটা তাঁর মাথায় ঘুরতে শুরু করল। এবং তিনি ভাবতে শুরু করলেন, এটা নিয়ে সিনেমা বানালে কেমন হয়? পরে বিভূতির 'পথের পাঁচালী' থেকেই প্রথম সিনেমা বানাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। 'পথের পাঁচালী'র শুটিং চলেছিল দুই বছরের বেশি সময় ধরে। বিজ্ঞাপন অফিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই ছবির শুটিং করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। টাকাপয়সা নানা সমস্যা সীমাবদ্ধতা, কত কী এসে পথ আটকেছে বিন্তু হাল ছাড়েননি তিনি। সব কষ্ট দুহাতে মাড়িয়ে দর্শকের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের সিনেমা 'পথের পাঁচালী'।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

২০২৪-এর নভেম্বর মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ১০৩২ টি পণ্যবাহী রেক আনলোড

মালিগাঁও, ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের অধীনে প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রত্যেকটি কোণায় সামগ্রী সরবরাহের যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তারই অংশ হিসেবে ২০২৪-এর নভেম্বর মাসে ১০৩২ টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্য শস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, শাকসবজি, অটো, ট্যাংকের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। ২০২৪-এর নভেম্বর মাসে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৫৮৩টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৮৬টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল।

সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৫৫টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১০টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ১০টি রেক এবং মিজোরামে ০৭টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, ২০২৪-এর নভেম্বর মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭ পণ্যবাহী রেক ও বিহারে ১৭০টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণ কাজের দ্রুত সম্পাদন করা, আধুনিক টার্মিনাল হ্যান্ডলিং সুবিধার ফলে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী পণ্য পরিবহণের চলাচল বৃদ্ধি ঘটেছে। সমস্ত পর্যায়ে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে টার্নঅ্যারাউন্ডের সময় হ্রাস হয়েছে এবং আনলোডিঙের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অন্যান্য সামগ্রীর চলাচল বৃদ্ধির পাশাপাশি মাল আনলোডিংও বৃদ্ধি পায়।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে বিজেপি সরকার : অমিত শাহ

আহমেদাবাদ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে বিজেপি সরকার। এদিন আহমেদাবাদে লোকসেবা ট্রাস্টের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, বিজেপি সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন, চিকিৎসা সেবা এবং শিক্ষা এবং নাগরিকদের জন্য একটি উন্নত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জনগণকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, সেটি হবে দেশের জন্য সত্যিকারের সেবা।

উল্লেখ্য, এদিন সকালে আহমেদাবাদে ৭০ শয্যা বিশিষ্ট গ্লোবাল মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত।

ঠান্ডায় জমে গিয়েছে জোজিলা, হিমাঙ্কের নীচে শ্রীনগরের তাপমাত্রা

শ্রীনগর, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): কনকনে শীতে কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা, কাশ্মীরের তুলনায় শীত একটু বেশি লেহ ও কার্গিলে। এছাড়াও শ্রীনগর, গুলমার্গ, পহেলগাম-সহ কাশ্মীরের নানা স্থানেই হিমাঙ্কের অনেকটাই নীচে নেমে গিয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। আর লেহ ও দ্রাস শীতে রীতিমতো কাঁপছে। শনিবার জোজিলা পাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, শ্রীনগরে মাইনাস ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, উত্তর কাশ্মীরের গুলমার্গে মাইনাস ৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

জম্মু ও কাশ্মীরে আবারও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে ৯ ডিসেম্বর সকালের মধ্যে উঁচু পাহাড়ে হালকা তুষারপাত ও সমতলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর এই সময়কালে আবারও শুষ্ক হয়ে উঠবে আবহাওয়া। এরপর ১৫-১৬ ডিসেম্বর আবারও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

ফেরিঘাটের দখল নিয়ে উত্তেজনা, শাসক দলের দলীয় কোঁদলের প্রকাশ

মুর্শিদাবাদ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): মুর্শিদাবাদে ফেরিঘাটের দখল নিয়ে তৃণমূলের দুই প্রভাবশালী নেতার অনুগামীদের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ হয়। শুক্রবার সালার ব্লকের একাধিক ফেরিঘাটের লিজ বণ্টন করছিল প্রশাসন। হুমায়ুন এবং মুস্তাফিজুরের অনুগামীরা আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই দুইয়গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। শনিবারও যায় আঁচ ছিল পুরোদমে।

ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর এবং দলের ব্লক সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমানের সমর্থনকারীদের মধ্যে গোলমাল নতুন কোনও ঘটনা নয়। টেঁয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ফেরিঘাটের কর্তৃত্বের দখল নিয়ে গোলমাল শুরু হয় দু''পক্ষের মধ্যে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান হুমায়ুন। এরপরই ব্লক অফিসে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে দু''পক্ষ। শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত গোলমাল চলে। পরিস্থিতি সামলাতে পার্শ্ববর্তী দুটি থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা হয়।

গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমানসেও তীব্র শোরগোল তৈরি হয়েছে। বিরোধীরা কটাক্ষের সুরে, কাটমানির প্রসঙ্গ টেনে আনছে। এ ব্যাপারে দলেরই জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকারের মদতে গোলমাল করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে হুমায়ুন বলেন, 'ফেরিঘাট থেকে অর্থ লুট করতে চায় দলের একাংশ। আমি তার প্রতিবাদ করেছি।'

তবে এব্যাপারে অপূর্ব সরকার কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ''প্রশাসনিক বিষয়'' বলে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নিপীড়ন প্রসঙ্গে নীরব ফারুক, বললেন কিছুই জানি না

জম্মু, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নিপীড়নের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে, সরব বিভিন্ন মহল। আগামী সোমবারই বাংলাদেশে যাচ্ছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি। অথবা, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নিপীড়ন প্রসঙ্গে কিছুই জানেন না জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রধান ফারুক আব্দুল্লাহ।

শনিবার জম্মুতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ফারুককে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে, তিনি বলেন, 'আমি এই সম্পর্কে শুনিনি, আমি জানি না, তাই আমি এই সম্পর্কে মন্তব্য করব না। আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত।'

ছত্তিসগড়ে যুবকের নৃশংস খুনের অভিযোগ

ভিলাই, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার গভীর রাতে ভিলাইয়ে এক যুবকের মাথায় পাথর দিয়ে মেরে হত্যা করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনাস্থল তদন্ত করতে গিয়ে সন্দেহজনক কয়েকজন ব্যাক্তিকে আটক করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় , নিহত যুবকের নাম লোকেশ্বর বানজারে ,তিনি ভিলাইয়ের খুরসিপারের বাসিন্দা ।ট্রান্সপোর্ট নগরের কাছে নিহত যুবক তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বসে ছিলেন ,যদিও তাঁরা মাদক সেবন করছিল কি না তার প্রমান পাওয়া হয়নি। যুবকের মৃতদেহের কাছে একটি মাদক বোতল পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করছে।

বিনামূল্যে যক্ষ্মা পরীক্ষা নিশ্চিত করতে পরীক্ষাগারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

পাঁচকুলা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বিনামূল্যে যক্ষ্মা পরীক্ষা নিশ্চিত করতে, সমগ্র দেশে পরীক্ষাগারের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ভার্চুয়ালি যক্ষ্মা-মুক্ত ভারত অভিযানের অধীনে ১০০ দিনের যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচিতে ভাষণ দেন। হরিয়ানার পাঁচকুলায় অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডাও।

যক্ষ্মাপ্রবণ জেলাগুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে আজ থেকে ১০০ দিনের বিশেষ অভিযান শুরু, ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৪, পিআইবি।। যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই যে সবেমাত্র জোরদার হল, সে কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যক্ষ্মা প্রবণ জেলাগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়ে আজ ১০০ দিনের বিশেষ অভিযান শুরু করার কথা ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী জে পি নাড্ডার লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান।

এক্স-এ একটি পোস্টে শ্রী মোদী বলেছেন :

"যক্ষ্মার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আরও জোরদার হল!

যক্ষ্মাকে পরাস্ত করার জন্য সম্মিলিত উদ্দীপনায় চালিত হয়ে, উচ্চ ঝুঁকি পূর্ণ যক্ষ্মাপ্রবণ জেলাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আজ থেকে ১০০ দিনের বিশেষ অভিযান শুরু হচ্ছে। ভারত বহুমুখী উপায়ে যক্ষ্মার বিরুদ্ধে লড়াই করছে: তা হল-

(১) রোগীদের সহায়তা দ্বিগুণ করা
(২) জন ভাগীদারীত্ব
(৩) নতুন ওষুধ সরবরাহ ও
(৪) প্রযুক্তি এবং উন্নত রোগ নির্ণয় সরঞ্জামগুলির ব্যবহার।

তিনি বলেন, আসুন আমরা সকলে মিলে যক্ষ্মা নির্মূল করতে কিছু না কিছু করি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জে পি নাড্ডার এক্স সম্পর্কিত একটি পোস্টের জবাবে শ্রী মোদী লিখেছেন :

"স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী জে পি নাড্ডাজি, ভারতকে যক্ষ্মা মুক্ত করতে আমরা যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছি তার একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন"।

উত্তর প্রদেশে জমি নিয়ে দুই পক্ষের বিবাদের জেরে ধাবায় আগুন , গ্রেফতার ১০ জন

বারাবাঙ্কি, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : জমি নিয়ে দুই পক্ষের বিবাদের জেরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয় এবং এক পক্ষ অপর পক্ষের ধাবায় আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১০ জনকে আটক করে।

শুক্রবার গভীর রাতে উত্তর প্রদেশের দেবা থানা এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিবাদে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল মারামারি হয়। এ সময় এক পক্ষ অপর পক্ষের ধাবায় আগুন ধরিয়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধাবাটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ ঘটনায় লাখ লাখ টাকার সামগ্রীর ক্ষতি হয়েছে।

দাবার মালিক রিশু মিশ্র জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই বিবাদ চলে আসছিল এবং সন্ধ্যার দিকে আবারও দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এসময় প্রতিপক্ষ তার ধাবায় আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে উভয় পক্ষের ১০ জনকে আটক করে।

দেবা থানার ইনচার্জ অনিল কুমার পান্ডে শনিবার বলেন, বিবাদের খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে এসে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং উভয় পক্ষের মোট ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পরবর্তী তদন্ত ও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

গোরক্ষপুরে পথ দুর্ঘটনায় দুই শিশুসহ মৃত্যু পাঁচজনের

গোরক্ষপুর, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশেরগোরক্ষপুর জেলার ক্যান্ট থানা এলাকায় শুক্রবার গভীর রাতে পথ দুর্ঘটনায় দুই শিশুসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।

মথুরায় দুর্ঘটনার কবলে ডাবল ডেকার বাস, চালক ও কিছু যাত্রী আহত

মথুরা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মথুরায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি ডাবল ডেকার বাস। শনিবার ভোররাত ৩টে নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি হতেছে। যাত্রীবোঝাই ডাবল ডেকার বাস ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সৌভাগ্যবশত এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। চালক ও কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে, ১১০ মাইলস্টোনে।

এসপি দেহাত ত্রিগুন ভিসেন বলেছেন, 'ভোররাত ৩টে নাগাদ মাইলস্টোন ১১০-এ একটি ডাবল ডেকার বাস ও ট্যাঙ্কারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

সন্ধান চাই

Ref- Amtali PS GD Entry No. 26– dated 04-12-2024

পাশের ছবিটি শ্রী মিন্টু সরকার, পিতা- মৃত রেবতী মোহন সরকার, সাং- পশ্চিম দুর্গাপুর, ঈশান চন্দ্রনগর, থানা- আমতলী, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স- ৫৩ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রং- শ্যামলা, মুখ মন্ডল- গোলাকার, শিক্ষাগত যোগ্যতা- বিএ পাস । গত ০৪/১০/২০১২ ইং তারিখ কাউকে কিছু না বলে নিজ বাড়ী থেকে বের হয়ে যায় এবং আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল :

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্টোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) আমতলী থানা ০৩৮১-২৩৭-০৩৮৫

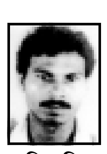

ICA/D-1440/24

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

NOTIFICATION

1) Pertaining to fifth phase, counseling for the contractual posts of URP/ BRP/(English), URP/ BRP (Bengali), URP/BRP(Pure Science)/URP/BRP (Bio-Science or Equivalent), URP/ BRP (History) & URP/ BRP (Geography) under Samagra Shiksha, Tripura those candidates who are listed in the Notification No.F. 1(1-2)-SE/Samagra /Estt./RCMT/STF/2019/6951-52, dated 05.06.2023 and Notification No. F. 1(1-2-SE/samagra /Estt./RCMT/STF/2019/10450-51, dated 20.09.2023 against subjects as specified in the said notifications and have not applied for engagement against the post at the O/o the District Project Co- Ordinator,Gomati District, Udaipur may apply for the same as per prescribed Format A available at this establishment. Notification also uploaded @http://sseducation. Tripura.gov.in/

2) Further, pertaing to counseling for the Contractual posts of CRP under Samagra Shiksha, Tripura, those candidates who are listed in the Notification No.F.1(1-2)- SE/ Samagra /Estt./ RCMT/STF/2019(L)/8951 dated 27.07.2023 and Notification No.F.1(1-2)-SE/ /Samagra/Estt. / RCMT/STF/2019(L)/10642,dated 03.10.2023 and have not applied for engagement against the said post at the O/o the District Project Co-ordinator,Gomati District. Udaipur may apply for the same as per prescribed Format B available at this establishment. Notification also uploted @https://sseducation. Tripura. Gov.in/

3) Scheduled periods of counseling are as follow:-

Counseling Session No.	Period	Time	Venue
1	12-12-2024	11.00am to 5:00pm	Conference Hall of Gomati District Education office.
2	13-12-2024		

4) Documents required to be submitted by the concerned candidates along with referred application formats ar as follows:-

URP/ BRP	CRP
a. Post Graduation Certificate/ Mark sheet.	1. Graduation Certificate/Mark sheet
b. B.Ed. Certificate/Mark sheet.	2. B.Ed Certificate/Mark sheet.
c. Teaching Experience Certificate.	3. Teaching Experience Certificate.
d. Date of Birth Certificate.	4. Caste Certificate
	5. Date of Birth Certificate.

Scrutiny teams at the District Project Office shall verify the documents pertaining to the post applied for and if not found in order then the candidature of the said candidate(s) shall be liable to be rejected/ dismissed.

ICA/D/1434/24

District Project Co-ordinator, (District Education Officer)
Gomati Dist Office,
Udaipur, Tripura.

TRIPURA STATE POLLUTION CONTROL BOARD
ParivеshBhawan, Pandit Nehru Complex, Gorkhabasti
PO: Kunjaban, Agartala-799006

No.F.19(12)/TSPCB/2024/8307-10 December 07, 2024

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tenders are invited from the interested Agency(s) /Construction Firm(s)/ Enlisted Civil Contractor (s) for execution of the work "Construction of open shed for establishing 5 (five) ambient air quality monitoring stations at roof top of single/double storied building located in Ambassa, Dharmanagar, Kailashahar, Khumulwng and Kumarghat.".

Detailed information regarding submission of complete Tender is available in the office of the Tripura State Pollution Control Board at PariveshBhawan, P.N.Complex, Gorkhabasti, Agartala, Tripura West during office hours between 11 a.m. to 4:00 p.m. The Detailed information can also be downloaded at www.tspcb.tripura.gov.in

The interested Agency(s)/Construction Firm(s)/ Enlisted Civil Contractor (s) can submit the tender documents complete in all respects along with Earnest Money deposit (EMD) of Rs.5,000/- (Rupees five thousand) only by demand Draft in Form-2 in favour of Member Secretary, Tripura State Pollution Control Board payable at Agartala in the O/o Tripura State Pollution Control Board at Parivesh Bhawan, P.N.Complex, Gorkhabasti, Agartala, Tripura West on or before 31/12/2024 at 03:00 p.m. The tender documents will be opened on 31/12/2024 at 03:30 p.m.

ICA/C-2776/24

Sd/-
(Dr. Bishu Karmakar)
Member Secretary

PNIET No:-15/EE/DWS-I/2024-25 dated 28-11-2024

Single bid percentage rate e-tender is invited for 3(three) nos. works viz. Shifting & disconnection of domestic connection, Supplying and fitting fixing of different dia D.I. special & Providing and fitting fixing of Electrical accessories.
Deadline for online bidding:-Up to 15:00 hrs. 16-12-2024
Any subsequent corrigendum will be available in the website only. For more details please visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartala1@gmail.com.
ICA/C/2781/29

(For and on behalf of Governor of Tripura)
(Er. Gopi Majumder)
Executive Engineer DWS Division
Agartala-.I Agartala Tripura (W).

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 11911 /TSR-9/QM/E-TENDER/2024-25 DATED 04/12/2024

The Commandant, 9th Bn TSR(IR-IV), Hichacherra, Jolaibari, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 11/12/2024 for the following works:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1.	Maintenance of TTS barrack size (40'X20') with construction of front verandah and fitting of GCI sheet roofing walling etc. at 9th Bn TSR HQr, Hichacherra near parade ground. DNIT No: 08/TSR-9/QM/E-TENDER/2024-25	Rs. 5,90,503.00	Rs. 11,811.00	60 days.	Up to 15.00 Hrs on 11/12/2024	At 16.00 Hrs on 12/12/2024	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA 4/2771/24
For and on behalf of the Governor of Tripura.
ICA/C-2771/24

(Alok Bhattacharjee)
Commandant, 9th Bn TSR(IR-IV)
Hichacherra, Jolaibari, South Tripura

PNIT NO: e-PT--XXIX/EE/RD/ABS/2024-25 DATED-29/11/2024

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 11.00 P.M. on 14/12/2024 for 01 (one) Nos. Internal Electrification work at R.D. Ambassa Division under the jurisdiction of R.D Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-09862637901 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/9/2784/24

[Er. U. Debbarma]
Executive Engineer R.D. Ambassa Division.

NOTICE INVITING TENDER

The Medical Superintendent & Head od Department, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites of e-Tender from Original Equipment Manufacturers/Authorized Dealer for "Procurement of 01 (one) 500MA Conventional X-Ray machine(HF) for use in the Dept. of Radio-Diagnosis, AGMC & GBP Hospital Agartala, West Tripura." subject to certain terms & conditions through E-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in (NIT also should publish in AGMC website www.agmc.nic.in). The Tender fee (non refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal, any time before bid submission end date using either of the supported payment modes like net banking / debit card / credit card. Last date of submission is up to 2.5/12/2024
The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website http://tripuratenders.gov.in
Corrigendum/Addendum, if any, will be published only on the above website.
ICA/C/2766/24

Medical Superintendent (H.O.D.) AGMC & GBP Hospital, Agartala.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মেটে চচ্চড়ি, রইল রেসিপি

দুপুরের মটন কষা এখনও ভাল করে হজম হয়নি। আবার রাতে কী খেতে দেবেন, সেই চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভাতের সঙ্গে খাসির মাংসের পাতলা ঝোল রান্না করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু হাতের গুণে তা বেশ রগরগে হয়ে উঠেছিল। দুপুরে ভাতের সঙ্গে তা খাওয়া গেলেও রাতে আর খাওয়া যাবে না। কী রান্না করবেন ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল, মাংসের সঙ্গে পাওয়া মেটেগুলো তো আছে। তাই দিয়েই হবে কেল্লাফতে। কম সময়ে রেস্তরাঁর মতো মেটে চচ্চড়ি বানাতে কী কী লাগবে?

উপকরণ

খাসির মেটে: ২৫০ গ্রাম
পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ
তেজপাতা: ২টি
রসুন বাটা: ২ চামচ
আদা বাটা: ২ চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
চিনি: আধ চামচ
টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ
কাঁচা লঙ্কা: ৪-৫টি
হলুদ বাটা: ১ চামচ
জিরে বাটা: ১ চামচ
গরম মশলা বাটা: আধ চামচ
সর্ষের তেল: ৫ টেবিল চামচ
ঘি: আধ চা চামচ

প্রণালী

১) কড়াইতে সর্ষের তেল দিন। তেল গরম হয়ে গেলে চিনি এবং তেজপাতা ফোড়ন দিন। ২) চিনি গলে গেলে পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজ ভাজা হলে রসুন ও আদা বাটা দিয়ে কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। ৩) এর পর সামান্য নুন, হলুদ বাটা ও জিরে বাটা দিন। এ বার দিয়ে দিন টোম্যাটো কুচি।

৪) ভল করে ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে রাখা মেটে দিয়ে দিন। কষতে থাকুন। ৫) এ বার কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢাকা দিন। সামান্য গরম জল দিতে পারেন, যাতে মশলা পুড়ে না যায়। মেটে সেদ্ধ করতে আঁচ কমিয়ে কড়াই ঢাকা দিয়ে রাখুন। ৬) মেটে সেদ্ধ হয়ে এলে ১ চা চামচ ঘি ও গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। চাইলে উপর থেকে সামান্য ধনেপাতা কুচিও ছড়িয়ে দিতে পারেন।

শিশুর আচরণবিধি

ঘুম থেকে উঠেই দুধ নয়, চিপ্স চাই। জলখাবারে ফল নয়, চকোলেট চাই। রাস্তায় বেরিয়ে আশপাশের দোকানে যা পাওয়া যায়, তা যদি পছন্দের তালিকায় থাকে তখনই সেটি কিনে দিতে হবে। না হলেই চিৎকার, কান্নাকাটি শুরু করে শিশু। একটু-আধটু নয়, তার দাপট এমন যে তার কান্নার আওয়াজ শুনে রাস্তাঘাটে লোকজন জমতে হতে শুরু করে।

বেশির ভাগ সময়ে লোকলজ্জার খাতিরে তা দিয়ে দিতেই হয়। না হলে সকলের সামনে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। তবে এই অভ্যাস সাময়িক ভাবে সন্তানের রাগ, জেদ বশে আনতে পারলেও ভবিষ্যতের জন্য সমস্যার বীজ রোপন করে দেয়। মনোবিদেরা বলছেন, কোনও ক্ষেত্রে ঝামেলা এড়ানোর জন্য শিশুদের তালে তাল মিলিয়ে চলেন মা-বাবারা। কিন্তু তাতে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। তার চেয়ে বরং রাগের উৎস খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে। ছোট থেকেই তার সীমারেখা সম্পর্কে তাকে অবহিত করা যেতে পারে।

১) রাগের উৎস

সন্তানের অবান্তর জেদ, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে আগে তার উৎস খুঁজে বার করতে হবে। সত্যিই এমন কোনও ঘটনা ঘটেছে না কি শিশুর মধ্যে কোনও ভাবে অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিজঅর্ডার বা এডিএইচডি-র মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তা বুঝতে হবে। সন্তানকে বাবা-মায়েরাই সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারেন। একান্ত যদি সমস্যা হয়, সে ক্ষেত্রে পেশাদার কারও পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

২) কথা বলার ধরন

শুধু মা-বাবার সঙ্গেই নয়, বয়সে বড় সকলের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করতে হবে, সেই পাঠ দিতে হবে অভিভাবককেই। সঙ্গে স্থান-কাল-পাত্রের গুরুত্বও বোঝাতে হবে। ইচ্ছে হলেও সব জায়গায়, সব কথা বলা যায় না। কৌতূহল হলেও প্রশ্ন করা যায় না সেই সব বিষয়ে শেখাতে হবে ছোট থেকেই।

৩) আচরণবিধি

খারাপ ব্যবহার করে নিজের জেদ বজায় রাখা যাবে না। এই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা যেন সন্তানের থাকে। মা-বাবার কাছ থেকে কিছু না পেলে সেই রাগ বাড়ির অন্য সদস্যের উপর দেখানোও যে গুরুতর অন্যায় তা বুঝিয়ে বলতে হবে।

দামের ছ্যাঁকায় আনাজ খাওয়া বন্ধ?

আনাজের দাম আর বৃষ্টিতে রাস্তা জুড়ে প্যাচপেচে কাদার জ্বালায় বাজারমুখো হতে ইচ্ছে করছে না। খিচুড়ি, বেগুন ভাজা আর ডিমভাজা খেয়ে কোনও মতে দিন কাটছে। কিন্তু সকাল-বিকেল খিচুড়ি খেতেও তো একঘেয়ে লাগছে। বাড়ির বড়রা খেয়ে নিলেও বাচ্চাদের খাওয়াতে নাকের জলে, চোখের জলে হতে হচ্ছে। তার উপর যদি আবার নিরামিষ রান্না হয়, তা হলে তো কথাই নেই। তবে এমন দিনে কম খরচেও চট করে, স্বাদে বদল আনতে মুখরোচক দই-বেগুন বানিয়ে ফেলা যায়। কী ভাবে তৈরি করবেন? রইল রেসিপি।

উপকরণ

বেগুন: চারটি
সর্ষের তেল: চার টেবিল চামচ
তেজপাতা: একটি
দারচিনি: ১ ইঞ্চি
ছোট এলাচ: দু''টি
লবঙ্গ: দু''টি
হিং: এক চিমটে
ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
হলুদ: আধ চা চামচ
দই: দুই টেবিল চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
চিনি: এক চা চামচ
কাঁচা লঙ্কা: দু'টি

প্রণালী

১) একটু মোটা করে বেগুন কেটে, তাতে নুন এবং হলুদ মাখিয়ে রাখুন।

২) দইয়ের মধ্যে সামান্য নুন এবং চিনি মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন।

৩) এবার কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে নুন, হলুদ মাখানো বেগুনগুলি ভেজে তুলে রাখুন।

৪) ওই তেলের মধ্যেই তেজপাতা, ছোট এলাচ এবং দারচিনি দিয়ে দিন।

৫) আঁচ কমিয়ে নিয়ে দিয়ে দিন হিং। এর পর একে একে ধনে, হলুদ দিয়ে নাড়তে থাকুন।

৬) এবার ফেটিয়ে রাখা দই কড়াইতে দিয়ে দিন। সমানে নাড়তে থাকুন।

৭) এ বার ভেজে রাখা বেগুনগুলো দিয়ে ফুটতে দিন।

৮) ঘন হয়ে এলে উপর থেকে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নামিয়ে নিন।

দই দিয়েই বানিয়ে দিতে পারেন সুস্বাদু কিছু খাবার

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সারা বছর সুস্থ থাকার অন্যতম ভরসা হল টক দই। চিকিতক থেকে পুষ্টিবিদ, একবাক্যে তা স্বীকার করেন। শেষপাতে তাই টক দই রাখেন অনেকেই। আবার দই আর ওট অনেকেরই রোজ সকালের খাবার। দই খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। হজমের গোলমাল ঠেকানো সম্ভব। গ্যাস-অম্বল হওয়ারও সুযোগ থাকে না।

মোট কথা নিয়ম করে দই খেলে বহু উপকার মেলে। তবে দই কি শুধু শেষপাতে কিংবা ওট দিয়ে খাওয়ার খাবার? তা কিন্তু নয়। দই খাওয়া যায় বিভিন্ন ভাবে। শিশুরা অনেক সময়ে টক দই খেতে চায় না। অথচ বাড়ন্ত বয়সে দই খাওয়া জরুরি। তাই দই দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন বেশ কিছু খাবার। তা হলে এক দিকে দই খাওয়া এবং স্বাদবদল দুই-ই হয়।

আইসক্রিম

বর্ষায় আইসক্রিম খাওয়ার মজাই আলাদা। তবে দোকান থেকে কিনে না খেয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন দই দিয়ে। টক দইয়ের সঙ্গে চিনি, মধু অথবা ম্যাপেল সিরাপ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ড্রাই ফ্রুটস এবং বিস্কুটের গুঁড়োও মেশাতে পারেন। মিশ্রটি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। ৪-৫ ঘণ্টা রাখলেই তৈরি আইসক্রিম।

প্যানকেক

সকালে খাবারে ওট বাদ দিয়ে এক দিন দই দিয়ে বানানো সুস্বাদু প্যানকেক খেয়ে দেখতে পারেন। দই দিয়ে প্যানকেক বানালে বেশ নরম হয়। সেই সঙ্গে ভাল ফোলেও। খেতেও দুর্দান্ত হয়। দইয়ের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করে প্যানকেক বানান। খুদেকে টিফিনে দিলে চেটেপুটে খাবে।

পাস্তা সস হোয়াইট সসউইথ পাস্তা অনেকেরই পছন্দের খাবার। হোয়াইট সসচাইলে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন দই দিয়ে। দইয়ের সঙ্গে কুচনো রসুন, মশলা এবং পাস্তা সেদ্ধ জল দিয়েই বানিয়ে নিন সস এই সসদিয়ে পাস্তা বানালে রেস্তরাঁর মতো খেতে হবে।

খুদে মিষ্টি খেতে ভালবাসে?

বাড়ির খুদে সদস্যটির জন্য মাঝেমাঝেই মনপসন্দ নানা খাবার তৈরি হয় বাড়িতেই। উপলক্ষ্য খুদে হলেও বড়রাও স্বাদ নেন সেই খাবারের। বাচ্চাদের জন্য খাবার বানানোর আগে অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয়। চকোলেট বিস্কুট বলতে অজ্ঞান অনেক খুদেই। তবে শুধু শুধু চকোলেট মাখা বিস্কুট না খাইয়ে বানিয়ে দিতে পারে চকোলেট পুডিং।

রইল প্রণালী।

উপকরণ:

যেকোনও চকোলেট বিস্কুট: ২ প্যাকেট
কনডেন্সড মিল্ক : ২ কাপ
ফ্রেশ ক্রিম: ২০০ গ্রাম
জিলেটিন: দেড় টেবিল চামচ
চকোলেট শেভিং: ২০০ গ্রাম

প্রণালী:- এক কাপ জলে কিছুটা জিলেটিন গুলে ভাল করে ফেটিয়ে নিন।

এ বার মিক্সিতে ফেটিয়ে রাখা জিলেটিন, ফ্রেশ ক্রিম, কনডেন্সড মিল্ক এবং কয়েকটি বিস্কুট দিয়ে একসঙ্গে ঘুরিয়ে নিন। বাকি বিস্কুটের গুঁড়ো করে রাখুন।

এ বারে একটি কাচের পাত্রে গুঁড়ো বিস্কুটের স্তর তৈরি করুন। স্তরের ফাঁকা অংশে বিস্কুট গুঁড়ো ও ফ্রেশ ক্রিমের আস্তরণ দিয়ে দিন। একই ভাবে তিনটি স্তর তৈরি করুন।

সব শেষে চকোলেট শেভিং বিস্কুটের স্তরের উপর ছড়িয়ে দিন। এ বার এটি ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখুন ৭-৮ ঘণ্টা। জমাট বেঁধে গেলে চৌকো করে কেটে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

ওজন ঝরানোর ডায়েটে কী ভাবে রাখবেন জিভে জল আনা পদ

ওজন কমানোর ডায়েট মানেই মুখরোচক সব খাবারে নিষেধাজ্ঞা। এমনই তো দস্তুর। মোমো, চিকেন রোল, বিরিয়ানি, পেস্ট্রি, আইসক্রিম সুস্বাদু সব খাবারের সঙ্গেই তখন আড়ি করতে হয়। আচ্ছা, তবে ওজন কমানোর ডায়েটে যদি ফুচকা রাখা যায় তা হলে কেমন হয়? ভাবছেন তো, এটা কী করে সম্ভব?

ফুচকার স্বাস্থ্যগুণ কিন্তু অনেক। তবে বানানোর পদ্ধতিও হতে হবে স্বাস্থ্যকর। আলু নয়, ফুচকার ভিতরের দিতে পারেন ঘুগনি, কিংবা অঙ্কুরিত ছোলা। মিষ্টি চাটনির বদলে টক জল কিংবা পুদিনা পাতার জল দিয়ে ফুচকা খান। ফুচকার বাকি উপকরণগুলি কিন্তু বেশ স্বাস্থ্যকর। জেনে নিন ফুচকা খেলে স্বাস্থ্যের কী কী উপকার হয়।

তেঁতুল জল

টক জল ছাড়া ফুচকা মোটেই ভাল লাগে না। তেঁতুলের জল কিন্তু হজমে ভীষণ সাহায্য করে। তেঁতুল অ্যান্টি অক্সিড্যান্টে ভরপুর, তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে। তেঁতুলে হাইড্রক্সিসাইট্রিক অ্যাসিড রয়েছে, যা শরীরে চর্বি জমতে দেয় না। এই অ্যাসিড সেরোটোনিন নিউরোট্রান্সমিটারের মাত্রা বাড়িয়ে খিদে কমায়। ফলে ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে।

পুদিনা পাতা

পুদিনা পাতা হজমে সহায়ক উতচেকগুলির ক্ষরণ বাড়িয়ে তোলে। গলা, বুকজ্বালা ভাব কমায়। তাই বদহজমের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পুদিনা উপকারী। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতেও পুদিনার জুড়ি মেলা ভার।

কাঁচালঙ্কা

শুকনো লঙ্কা বেশি খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে, তবে কাঁচালঙ্কা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। ঝাল ছাড়া ফুচকার স্বাদ আসে না। কাঁচালঙ্কা হজমশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। লঙ্কায় ভিটামিন সি থাকে, যা রোগ প্রতিরোধের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ত্বক আর চোখের জন্যেও ভাল ভিটামিন সি।

বিট নুন শাটারস্টক।ফুচকায় ব্যবহৃত বিট নুনও স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ভাল। গ্যাসের সমস্যা কমাতে, বদহজম দূর করতে, ওজন নিয়ন্ত্রমণে রাখতে বিট নুন বেশ কার্যকর।

জিরে গুঁড়ো

ফুচকার মশলায় ভাজা জিরের গুঁড়ো না পড়লে স্বাদ আসে না। এই জিরে গুঁড়োও কিন্তু হজমে সাহায্য করে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে জিরা।

ফুচকার বাকি উপকরণগুলি স্বাস্থ্যকর হলেও ফুচকা কিন্তু আদতে তেলেভাজা। তাই মাঝে মধ্যে "চিট মিল" হিসাবে খেতে পারেন। রোজ রোজ নয়।

বাড়িতে তৈরি ঘিয়ের স্বাদ হবে মনকাড়া

নিরামিষ রান্নায় এক ফোঁটা ঘি না দিলে চলে না। পনিরের কোফতা হোক কিংবা পাঁচমিশেলি সব্জি, কড়াই থেকে নামানোর আগে কয়েক ফোঁটা ঘি ছড়িয়ে দিলে আলাদাই স্বাদ হয়। আবার বিরিয়ানি, ফ্রায়েড রাইসও ঘি ছাড়া রান্নার কথা ভাবাই যায় না। বাঙালি হেঁশেলে ঘিয়ের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। তবে ঘি যদি খাঁটি না হয়, তা হলে রান্নার স্বাদ কিন্তু ভাল হবে না।

বাজারচলতি ঘি মানেই যে ভেজাল তা নয়। তবে কোন ঘি খাঁটি তা বোঝা মুশকিল। সেই ঝুঁকি না নিয়ে বরং বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন ঘি। অনেকে বানানও। তবে বাড়িতে বানানো ঘি সব সময় মনের মতো হয় না। হয় খুব পাতলা হয়ে যায়, নয়তো অতিরিক্ত ঘন। কী ভাবে বানালে ঘিয়ের স্বাদ ভাল হবে?

কম আঁচে বানান

দুধের সর মিক্সিতে ঘুরিয়ে মিশ্রণটি ছেঁকে নিয়ে যে মাখন পাওয়া যায়, তা দিয়ে তৈরি হয় ঘি। এই মাখন গলানোর সময় গ্যাসের আঁচ যেন বেশি না থাকে। বেশি আঁচে ঘি বানালে দলা পেকে যাওয়ার ভয় থাকে। তাই প্রথম থেকেই নিভু আঁচে ঘি বানানো শুরু করুন।

নাড়াচাড়া করুন

বার বার খুন্তি দিয়ে কড়াইয়ে নাড়তে থাকুন। মাখন গলাতে দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে চলবে না। ঘন ঘন নাড়াচাড়া না করলে তলা ধরে যাওয়ার ভয় থাকে। এক বার কড়াইয়ের সঙ্গে লেগে গেলে পুরো পরিশ্রমটাই পণ্ড হবে।

শুকনো পাত্র ব্যবহার করুন

মাখন গলে গিয়ে ঘিয়ের মতো রং হয়ে গেলে আর বেশি ক্ষণ জ্বালানোর দরকার হবে না। শুকনো, পরিষ্কার পাত্রে গরম ঘি ঢেলে রাখুন। তবে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা আটকাবেন না। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর ঢাকনা আটকে তুলে রাখুন। সুগন্ধ যোগ করুন ঘিয়ের গন্ধ পছন্দ করেন অনেকেই। তেমন সুগন্ধি ঘি পেতে লবঙ্গ, কারি পাতা, কোনও কিছু এসেন্স ছড়িয়ে দিতে পারেন। ঘিয়ের গন্ধে সারা বাড়ি ম ম করতে বাধ্য। রঙের দিকে নজর দিন ঘিয়ের ক্ষেত্রে রং খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় ঘিয়ের রং ফ্যাকাসে হয়। সেই ঘিয়ের স্বাদও তত ভাল হয় না। তাই ঘি তৈরির ক্ষেত্রে রঙের বিষয়ে নজর দেওয়া জরুরি। অনেক সময় বোঝা যায় না, বাদামি রং হয়েছে কি না। শিশিতে ঘি ঢালার পর যদি রং দেখে মনটা খুঁতখুঁত করে, আরও এক বার ফুটিয়ে নিতে পারেন।

কী ভাবে যত্ন নিলে দীর্ঘ দিন ভাল থাকবে গাছ?

অন্দর সাজাতে অনেকেই নানা বাহারি গাছ রাখেন ঘরে। মানি প্ল্যান্ট, জিজি প্ল্যান্ট, জেড প্ল্যান্টের মতো নানা গাছ ঘরে শোভা বাড়িয়ে তোলে। সেই তালিকায় কিন্তু থাকে বাঁশ গাছও। অন্দরসজ্জায় এ ধরনের গাছের জুড়ি মেলা ভার। চলতি কথায় এই গাছকে "লাকি ব্যাম্বু"ও বলা হয়। এই ধরনের গাছ বাড়িতে রাখা শুভ বলেও মনে করেন অনেকে।

সাধারণত, অত্যন্ত কম যত্নআত্তিতে ভাল থাকে লাকি ব্যাম্বু। তবু গাছের যত্নে ধারাবাহিকতা থাকা জরুরি। লাকি ব্যাম্বুর যত্ন নেবেন কী ভাবে? আলো লাকি ব্যাম্বুর জন্য প্রয়োজন অল্প আলো। কম থেকে মাঝারি আলোয় ভাল থাকে এই গাছ। তাই বারান্দায়, জানলার ধারে, যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো এসে পড়ে, সেখানে গাছ রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।

জল সাধারণত বাড়িতে টবের মধ্যে জল ঢেলেই লাকি ব্যাম্বু রাখা হয়। সে ক্ষেত্রে জলের দিকেও খেয়াল রাখুন। জল যদি কালচে হয়ে যায় কিংবা তাতে কিছু ভাসমান অবস্থায় থাকে, তা হলে অবশ্যই জল বদলান। অনেক সময়েই লাকি ব্যাম্বুর জলে ছত্রাক জন্মায়। আবার শুধু জলই নয়, টব গা ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে, যাতে তার গায়ে কোনও ছত্রাক বাসা না বাঁধে। প্রয়োজনে দু''সপ্তাহে এক বার করে জল বদলে টব পরিষ্কার করুন।

পাতা অনেক সময়েই গাছের পাতার ডগা হলদেটে হতে শুরু করে। পাতা শুকিয়ে যাওয়া, নুইয়ে পড়ার লক্ষণও দেখা যায়। আসলে জলে অতিরিক্ত নুন কিংবা আয়রনের মাত্রা থাকলে এই ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। তা হলে যেমন নিয়মিত জল পরিষ্কার করা দরকার, তেমনই সাধারণ কলের জলের পরিবর্তে পরিস্রুত জলও ব্যবহার করতে পারেন। হলদেটে পাতার অংশ ছেঁটে ফেলতে পারেন। মাটি জলের পাশাপাশি মাটিতেও অনেকে এই গাছ পোঁতেন। অনেকে চওড়া পাত্রে বেশ কয়েকটি নুড়ি-পাথরের মাঝে সামান্য জল দিয়ে গাছ রাখেন। সে ক্ষেত্রে নুড়িও পরিষ্কার করুন।

ডায়াবিটিসের রোগীদের কিডনির সমস্যা এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে

কিডনি ছাড়া শরীর একেবারে অচল। শরীর চাঙ্গা রাখতে হলে কিডনিকে অবহেলা করলে চলবে না। নয়তো শরীরে নানা জটিলতা বাসা বাঁধতে পারে। বড় কোনও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আগে তাই সতর্ক থাকা জরুরি। কোনও ক্রনিক অসুখ না থাকলে সাধারণত কিডনির যত্ন নেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। ছোটখাটো কিছু যত্নেই সুস্থ রাখা যায় কিডনিকে। কর্মব্যস্ততার কারণে অনেকেই আলাদা করে নিজের যত্ন নেওয়ার সুযোগ পান না। আর তাতেই বাড়ে বিপত্তি। তবে একটু সচেতন থাকলেই হতে পারে মুশকিল আসান।

কোন কোন সাধারণ অভ্যাসেই দূরে থাকে কিডনির নানা সমস্যা?

১) শরীরে জলের ঘাটতি হলে চলবে না। সাধারণত যে কোনও সুস্থ মানুষের প্রতিদিন ৩-৪ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। তাই শরীরের প্রয়োজন কতটুকু, সেই পরামর্শ নিয়ে রাখুন চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের কাছ থেকে। সেই অনুপাতে জল খান। শরীরের যাবতীয় বর্জ্য বাইরে বার করে দিতে জলই সাহায্য করে। জলের ঘাটতি হলেই সেই বর্জ্য কিডনিতে জমা হয়ে কিডনিকে বিকল করে দেয়।

২) কিডনিতে সংক্রমণের অন্যতম কারণ হল প্রস্রাব চেপে রাখা। সাধারণত রাস্তাঘাটে বা অনেক সময়ে কাজের চাপে বাড়িতে থাকলেও অনেকে প্রস্রাবের বেগ চেপে রাখেন। এই অভ্যাস মোটেই ভাল নয়। এর ফলে মূত্রনালিতে চাপ পড়ে, তাতেই ক্ষতি হয় কিডনির। বেশি ক্ষণ প্রস্রাব ধরে রাখার ফলে কিডনির শারীরবৃত্তীয় কাজ সারতে সমস্যা হয় ও দীর্ঘ সময় ধরে টক্সিন ধরে রাখায় শরীরে সংক্রমণ ঘটে।

৩) ডায়াবিটিসের রোগীদের কিডনি ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি বেশি। তাই সব সময়ে চেষ্টা করুন ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে। রক্তে শর্করার পরিমাণ কোনও ভাবেই বাড়তে দেওয়া যাবে না। কিডনি ভাল রাখতে ডায়াবিটিস প্রতিরোধ প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নিয়মিত রক্তের পরীক্ষা করার পাশাপাশি কিডনি ভাল আছে কি না, সেটাও পরীক্ষা করানো জরুরি।

৪) সামান্য ব্যথা হলেই বেদনানাশক ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস থাকে অনেকেরই। অতিরিক্ত মাত্রায় এই ধরনের ওষুধ কিন্তু কিডনির নানা সমস্যা তৈরি করে। তাই চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কোনও ভাবেই কোনও রকম অ্যান্টিবায়োটিক বা বেদনানাশক ওষুধ খাওয়া একেবারেই উচিত নয়।

৫) অতিরিক্ত নুন খাওয়ার অভ্যাস থাকলেও সতর্ক হোন। শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বেশি হলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, প্রভাব পড়ে কিডনির উপরেও। কার্বনযুক্ত নরম পানীয় নিয়মিত খেলে কিডনির ক্ষতি হয়।

শনিবার কংগ্রেস সভাপতি আশিষ সাহার নেতৃত্বে কংগ্রেসের বর্ধিত সভা আয়োজিত হয়।

শিলিগুড়ির সাফারি পার্কে তিন রয়্যাল বেঙ্গল শাবকের মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): সম্প্রতি তিনটি শাবকের জন্ম দিয়েছিল শিলিগুড়ি সাফারি পার্কের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রিকা। দুটো শাবক আগে মারা গেলেও তৃতীয়টি শনিবার মারা গিয়েছে। যদিও এনিয়ে এখনও পার্ক কর্তৃপক্ষ কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চায়নি। তবে সদ্যোজাত তিন শাবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে সাফারি পার্কে।সাফারি পার্ক সূত্রে খবর, সন্তান প্রসবের পর রিকা ও তার তিন শাবককে নাইট শেল্টারে রাখা হয়েছিল। কিন্তু দু'দিনের মাথায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। শাবকদের অন্যত্র সরাতে গিয়ে ঘাড়ের কাছে ভুল কামড় বসিয়েছিল রিকা! তিনটে শাবকেরই ঘাড়ের কাছে শ্বাসনালী ফুটো হয়ে যায় ।এই তিনটির মধ্যে দুটো শাবক আগে মারা গেলেও একটি শাবককে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেন পার্ক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু, শেষরক্ষা হয়নি।

সাফারি পার্কের ডিরেক্টর বিজয় কুমার শনিবার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "রিকার ভুলেই তিনটি শাবকের মৃত্যু হয়েছে। তবে সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী বলেন, "রিকা দ্বিতীয় বার তিনটি শাবকের জন্ম দিয়েছিল। রিকার নিজেরও একটু শারীরিক সমস্যা রয়েছে। তা ছাড়াও সেটি শিলিগুড়ি সাফারি পার্কের আর একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার শিলার মতো অভিজ্ঞ নয়। তিন শাবকের ঘাড়েই অসাবধানতাবশত কামড় বসিয়েছিল মা। শাবকদের মৃত্যু হয়।"

কয়েক দিন আগেই বার্ধক্যজনিত কারণে কুনকি হাতি লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়েছিল সাফারি পার্কে। তার পর তিন রয়্যাল বেঙ্গল শাবকের মৃত্যুতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্নের মুখে পড়েছেন পার্ক কর্তৃপক্ষ।

তবে মা বাঘের ভুলে শাবকদের মৃত্যুর ঘটনা এই পার্কে নতুন নয়। ২০২৩ সালের অগস্ট মাসে সাদা বাঘ কিকার কারণে দুই শাবকের মৃত্যু হয়েছিল বলে খবর পার্ক সূত্রে।

প্রাক-বাজেট বৈঠক করলেন নির্মলা সীতারমন, পরামর্শ শুনল অর্থ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক শনিবার কৃষক সমিতি এবং কৃষি অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে প্রাক-বাজেট বৈঠক করেছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনও। এই বৈঠকে কৃষক সমিতির কাছ থেকে পরামর্শ শোনে অর্থ মন্ত্রক। বৈঠকের পর ভারতীয় কিষাণ সংঘ-র চেয়ারম্যান বদ্রী নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন, 'গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা বলছে, তাঁরা (সরকার) পরামর্শ নেয় এবং তা বাস্তবায়নও করে। তাই, লোকজন সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসে এবং তাদের পরামর্শ দেয়। আমরা সরকারের উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানাই। অতিরিক্ত সার ব্যবহারের কারণে জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে, তাই আমরা জৈবিক চাষের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানাই।'

সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশে পরিবর্তনের ঢেউ তৈরি করতে হবে : দত্তাত্রেয় হোসবলে

অমৃতসর, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): স্বাধীনতার সময় থেকেই ভারতে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আমাদের সকলের একসাথে প্রচেষ্টা করা উচিত যে, সমবায় সীমা শুধু ভারত নয়, সমগ্র বিশ্বেরই হওয়া উচিত। এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। পৃথিবীর অবনতিশীল ভারসাম্য রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানোর ওপরও তিনি জোর দেন তিনি।

শনিবার অমৃতসরে সহকার ভারতীর অষ্টম জাতীয় সম্মেলনের প্রথম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় হোসবলে বলেন, এখন আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন করছি, কিন্তু সামাজিক উন্নয়নে কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না। সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশে এখন পরিবর্তনের ঢেউ তৈরি করতে হবে। তিনি বলেছেন, ভারতীয় সংবিধান স্বাধীনতা, সাম্য, সংযম এবং ন্যায়বিচারের কথা বলে। ধর্ম প্রসঙ্গে হোসবলে বলেন, ধর্ম শুধু উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম জীবনকে স্থিতিশীলতা দেয়। জীবন ও বিকাশের জন্য ধর্মের আনুগত্য আবশ্যক। ধর্ম সম্পর্কে ভুল বোঝার কারণে তারা বস্তুগত জীবনকে অবজ্ঞা করছে।

চোর সন্দেহে এক স্কুল পড়ুয়াকে প্রহার, এলাকায় উত্তেজনা

মুর্শিদাবাদ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): চোর সন্দেহে এক স্কুলপড়ুয়াকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে উপপ্রধান এবং তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। পাল্টা ওই ছাত্রের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে উঠেছে এলাকায় বোমাবাজি এবং ইটবৃষ্টির অভিযোগ। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে শমসেরগঞ্জের শুলিতলা এলাকায় চোর সন্দেহে এক স্কুল পড়ুয়াকে মারধর করা হয়। ছেলেটি তখন ফোন করে তার আত্মীয়দের ডাকে। তার কিছুক্ষণ পরে এলাকায় বোমাবাজি শুরু হয় বলে অভিযোগ। যদিও উপপ্রধান মহম্মদ সামিউল হক দাবি করেছেন তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। কারা ছেলেটিকে মারধর করেছেন, সেটাও জানেন না। অন্য দিকে, ওই পড়ুয়াকে মারধরের ঘটনার পরে কয়েক জন ওই এলাকায় গিয়ে পথবাতি বন্ধ করে বোমাবাজি শুরু করেন। গন্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শমসেরগঞ্জ থানার পুলিশবাহিনী। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে খবর।

ওড়িশা রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন থেকে উপকৃত হচ্ছে : রাষ্ট্রপতি

ময়ূরভঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার ওড়িশার রায়রাংপুরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ওড়িশা রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন থেকে উপকৃত হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি আস্থা ব্যক্ত করে বলেন, এই প্রকল্পগুলি আঞ্চলিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি এই অঞ্চলের জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করবে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। পরে রেলমন্ত্রী বলেছেন, 'ময়ূরভঞ্জ জেলার যে ৩টি প্রকল্প বহু দশক ধরে প্রতীক্ষিত ছিল, আজ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই তিনটি প্রকল্পের ভূমিপূজন করলেন, সেগুলির কাজ চলছিল অনেক দিন ধরে। বাঙ্গিরপোসি-গোরুমহিসান প্রকল্পের মূল্য ২৫৫০ কোটি টাকা, বুধামারা-চাকুলিয়া প্রকল্পের মূল্য ২১০৬ কোটি টাকা এবং বাদামপাহাড়-কেওনঝার প্রকল্পের মূল্য ১৬৪৯ কোটি টাকা। এই তিনটি প্রকল্প এই আদিবাসী এলাকার যোগাযোগের জন্য। এই তিনটি প্রকল্পই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা অনুমোদিত, আর আজ রাষ্ট্রপতি ভূমিপুজো করলেন।'

বাংলাদেশে দুষ্কৃতী তাণ্ডব অব্যাহত, ঢাকায় ইস্কন মন্দিরে হামলা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব অব্যাহত। ঢাকায় ইস্কনের নামহট্ট কেন্দ্রের লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির জ্বালিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। শনিবার ভোররাত ২-৩টের মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির পেট্রল দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। ইস্কন কলকাতার সহ-সভাপতি রাধারমন দাস জানিয়েছেন, শনিবার ভোররাত ২-৩টের মধ্যে দুষ্কৃতীরা পেট্রোল ঢেলে ঢাকায় একটি ইস্কন কেন্দ্র পুড়িয়ে দিয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি ভাংচুর করা হয়েছে এবং পুরো মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

রাধারমন বাবু আরও বলেছেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আমরা আশা করছিলাম, বৈঠকের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। কিন্তু আমরা যা দেখছি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু।

অবসরের ইঙ্গিত দিলেন পাকিস্তানকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতানো অধিনায়ক

করাচি, ৭ ডিসেম্বর(হি.স.) :শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবসরের ইঙ্গিত দিলেন পাকিস্তানকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতানো অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শেষবার তিনি মাঠে নেমেছিলেন গত বছরের ডিসেম্বরে। একদিনের ক্রিকেটে শেষ খেলেছেন আরো দুই বছর আগে। তবে এখনও কোনো ফরম্যাট থেকে অবসরের ঘোষণা করেননি তিনি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ছিটকে যাওয়া সরফরাজ বর্তমানে পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটের একটি ক্লাবের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছেন। তবে এখনও তিনি ঘরোয়া বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলোয়াড় হিসেবে খেলে যাচ্ছেন। তবে তিনি যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দ্রুতই অবসর নিচ্ছেন তেমনই একটা ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন শনিবারের সাংবাদিক সম্মেলনে।

ছত্তিশগড়ে স্ত্রীকে খুন; মেয়ে আহত, অভিযুক্তকে আটক করল পুলিশ

কোরবা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের কোরবা জেলায় দারি থানার ৪৭ নং ওয়ার্ডের জামনিপালিতে নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় , শুক্রবার রাতে এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী

আই আই এম বেঙ্গালুরু, ডিউক ইউনিভার্সিটির গবেষণায় অভিমত ভারতের ইউপিআই সাফল্য বিশ্বের সামনে অনুকরনযোগ্য মডেল

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : আই আই এম বেঙ্গালুরু, ডিউক ইউনিভার্সিটি সহ আরো কয়েকটি খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, উন্মুক্ত ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া নিয়ে ভারতের ইউপিআই-এ আর্থিক লেনদেন এর মতো নয়া ব্যবস্থাপনা নিয়ে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছে। তাদের এই যুগান্তকারী গবেষণায় বলা হয়েছে ভারতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ঋণবিধির সুলভ্যতার প্রক্রিয়াকে নতুনভাবে গঠন করার ব্যাপারে ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউ পি আই) এক রূপান্তরকারী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস (আইএসবি), আইআইএম বেঙ্গালুরু, ক্যাফেরাল এবং ডিউক ইউনিভার্সিটির প্রধান গবেষকদের দ্বারা পরিচালিত 'ওপেন ব্যাংকিং এবং ডিজিটাল পেমেন্টস: ক্রেডিট অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে প্রভাব' শীর্ষক গবেষণালব্ধ ওই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ভারতের আর্থিক পরিমণ্ডলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে ভারতের ইউপিআই ব্যবস্থা।

ইউপিআই এবং উন্মুক্ত ব্যাংকিং -এর মাধ্যমে ভারতে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা রূপান্তরিত হচ্ছে বলে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের মূল দিকসমূহ:

১। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে ইউপিআইয়ের যুগান্তকারী ভূমিকা:
২০১৬ সালে চালু হওয়ার পর থেকে ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) ভারতে আর্থিক কর্মকান্ডের সহজলভ্যতাকে রূপান্তরিত করেছে। যার ফলে, ৩০০ মিলিয়ন ব্যক্তি এবং ৫০ মিলিয়ন ব্যবসায়ী ঝঞ্ঝাটমুক্ত লেনদেন করতে সমর্থ হচ্ছেন। ২০২৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এক হিসাবানুযায়ী, ভারতে সমস্ত খুচরা ডিজিটাল পেমেন্টের ৭৫ু ইউপিআইয়ের মাধ্যমে হয়েছিল।

২। প্রান্তিক ঋণগৃহীতাদের সক্ষমায়িত করা :
সমাজের যেসমস্ত প্রান্তিক মানুষ (সাবপ্রাইম ঋণ গ্রহীতা এবং বৈধ সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমবার এগুচ্ছেন এরকম) তাঁরাও প্রথমবার ঋণ-সুবিধা নিতে সমর্থ হয়েছেন, যা সম্ভব করেছে ইউপিআই। যেসমস্ত ইউপিআই ব্যবস্থাপনা প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করেছে সেসব এলাকায়, দেখা গেছে, প্রথবারের ও নতুন ঋণগ্রহণকারীদের ঋণ নেবার হার ৪ু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গৌণ ঋণগ্রহণকারীদের ঋণ গ্রহণের হার ৮ু বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া, আর্থিক প্রযুক্তি ব্যবহারের (ফিন-টেক)) মধ্য দিয়ে ঋণ লেনদেনের বহর দাঁড়ায় ২৭,৭৭৮ টাকা, যা গ্রামীণ মাসিক ব্যয়ের প্রায় ৭ গুণ।

ফিনটেক ঋণদাতারা দ্রুত স্কেল বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের ঋণের পরিমাণ ৭৭ গুণ বৃদ্ধি হয়, এবং প্রথাগত ব্যাংকগুলিকে অনেক বেশি ছাড়িয়ে গিয়ে ছোট, অল্প পরিষেবা প্রাপ্ত ঋণগ্রহণকারীদের কাছে সুবিধা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে।

৩। সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্টারনেট হচ্ছে অনুঘটক :
দেখা গিয়েছে, সহজ মূল্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সহজলভ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, যার ফলে গ্রামীণ এবং শহুরে এলাকায় ইউপিআই ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যাপকতা লাভ করেছে।

৪। ইউপিআই এর মাধ্যমে ঋণ বহরের প্রবৃদ্ধি:
দেখা গিয়েছে, ইউপিআই লেনদেন ১০ু বৃদ্ধির ফলে ঋণ নেওয়ার সুলভতা ৭ু বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রতিফলিত করে, ডিজিটাল আর্থিক ক্রমপরিবর্তন ঋণদাতাদেরকে কত উত্তমভাবে ঋণগ্রহীতাদেরকে মূল্যান করতে পারছেন।

ইউপিআই ব্যবহার প্রবলভাবে বিস্তারলাভ করেছে এমন এলাকায় ফিনটেকও যেমন উচ্চ গতি পেয়েছে, তেমনি, ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের হিসেবে দেখা গিয়েছে, সাবপ্রাইম ঋণগ্রহণকারীদের ফিনটেক ঋণ নেওয়ার হার ব্যাংকগুলির সাথে সমানতালে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। ক্রেডিটের নিরাপদ প্রসারণ:
দেখা গিয়েছে, ক্রেডিট বৃদ্ধি সত্ত্বেও ডিফল্ট বা ঋণ ফেরতের হার কিন্তু বাড়েনি, যা স্পষ্ট ইঙ্গিত করে যে, যে ইউপিআই-সক্ষম ডিজিটাল লেনদেনের ডেটা ঋণদাতাদেড় দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারে সাহায্য করেছে।

৬। বিশ্ব-দুনিয়ায় প্রভাব: ইউপিআই দিকটিতে ভারতের সাফল্য অন্যান্য দেশগুলির জন্য একটি অনুকরনযোগ্য মডেল উপস্থিত করেছে। এটি দেখিয়ে দিয়েছে যে কীভাবে উন্মুক্ত ব্যাংকিং -এর সাথে পাবলিক ডিজিটাল পরিকাঠামোকে একত্রিত করে আর্থিক ব্যবস্থাপনা থেকে বিযুক্তির ঘটনা হ্রাস করতে পারে, উদ্ভাবনা ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বৃদ্ধি আনতে পারে এবং সমতাযুক্ত আর্থিক প্রবৃদ্ধির প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়।

ঢাকায় ইসকন নামহাট্টা সেন্টারে ভয়াবহ অগ্নিসংযোগের তীব্র নিন্দা সুকান্তর

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): "বাংলাদেশের ঢাকায় ইসকন নামহাট্টা সেন্টারে ভয়াবহ অগ্নিসংযোগের তীব্র নিন্দা করছি।" শনিবার এক্স হ্যান্ডলে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

তিনি লিখেছেন, "আক্রমনে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণের দেবতা এবং পবিত্র মন্দিরের জিনিসপত্র ধ্বংস করা হয়েছে। এটি একটি উপাসনালয়ের বিরুদ্ধে ঘৃণার ক্ষমার অযোগ্য কাজ। অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে।"

এক্স হ্যান্ডলে এ ব্যাপারে পোস্ট করেছেন ইসকনের কলকাতা শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস। তাঁর দাবি, "জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি। মধ্যরাতে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা"।

মন্দিরের ঠিকানা দিয়ে তিনি লিখেছেন, "বাংলাদেশে নামহাট্টায় ইসকনের আরও একটি কেন্দ্র পুড়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণের বিগ্রহ এবং মন্দিরের ভিতরের সমস্ত জিনিসপত্র সম্পূর্ণ রূপে পুড়ে যায়। কেন্দ্রটি ঢাকায় অবস্থিত। আজ ভোররাত ২ থেকে ৩ টার মধ্যে, দুষ্কৃতীরা শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির এবং শ্রী শ্রী মহাভাগ্য লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে। মন্দিরটি তৎকালীন তুরাগ থানার আওতাধীন ধৌর গ্রামে অবস্থিত হরে কৃষ্ণ নামহট্ট সংঘের অধীনে পড়ে।

মন্দিরের পিছনের টিনের ছাদ তুলে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালানো হয়।"

ভারতীয় মোটরস্পোর্টস জায়ান্ট ইন্দু চাঁদহোক মারা গেলেন

চেন্নাই, ৭ ডিসেম্বর(হি.স.) : ইন্দু চাঁদহোক, ভারতীয় মোটরস্পোর্টসের সাথে ৬ দশকেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।শনিবার সকালে চেন্নাইতে তিনি মারা গেলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

চাঁদহোক ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজ মোটর স্পোর্টস ক্লাব এবং পরে ১৯৭১ সালে ফেডারেশন অফ মোটর স্পোর্টস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন ছিলেন।

মাদ্রাজ মোটর স্পোর্টস ক্লাবের (এমএমএসসি) সভাপতি অজিত থমাস বলেছেন, "ইন্দু চাঁদহোকের মৃত্যুতে, এমএমএসসি এবং ভারতীয় মোটরস্পোর্টস একটি বিশাল এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে। তিনি ভারতে মোটরস্পোর্টসকে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদানে সহায়ক ছিলেন এবং আমরা এখন তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল ভোগ করছি। আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।"

পিটার নরম্যানের রেকর্ড এখন অতীত, গাউট গাউট ২০.০৪ সেকেন্ডে দৌড়লেন ২০০ মিটার

ব্রিসবেন, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শনিবার ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ান অল স্কুল অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে ২০.০৪ সেকেন্ডে ২০০ মিটার দৌড়ে মাত্র ১৬ বছর বয়সে গাউট গাউট ইতিহাসে জায়গা করে নিলেন। তিনি ২০.০৪ সেকেন্ডে ২০০ মিটার দৌড়ে পিটার নরম্যানের ৫৬ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দক্ষিণ সুদানের অভিবাসীদের ছেলে গাউট। কুইন্সল্যান্ড শহরে বাস করেন, যেখানে তার ২৪ বছর বয়সে ২০৩২ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে।

গাউটের পরবর্তী লক্ষ্য ১০০-এ ১০-সেকেন্ডের বাধা এবং হাফ-ল্যাপ রেসে ২০-সেকেন্ডের চিহ্ন ভাঙার।

গাউট শনিবার বলেছেন,'সবসময় যা বলেছি তাই করেছি। আমি যদি কিছু বলে থাকি, তা আমার মাথায় থাকে এবং আমি এটি না পাওয়া পর্যন্ত আমি এটি অনুসরণ করেছি।'

দক্ষিণ কলকাতায় হোটেল থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মহিলা কর্মীর দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): চেতলার রাজা সন্তোষ রোডের হোটেল থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মহিলা কর্মীর দেহ উদ্ধার। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই মহিলা। মৃত ব্যাঙ্ক কর্মীর নাম সমনা মণ্ডল (৩৫)।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার চেতলার রাজা সন্তোষ রোডের একটি হোটেল ভাড়া করেছিলেন ওই মহিলা। রাতের খাওয়াও তিনি খাননি বলেই জানা গিয়েছে। শনিবার সকালে তাঁর যখন চেকআউটের সময়, তখন হোটেলের কর্মীরা তাঁকে ডাকতে যান। ভেতর থেকে কোনও রকম সাড়া শব্দ মিলছিল না। দীর্ঘক্ষণ উত্তর না পাওয়ার পর হোটেল কর্মীরা চেতলা থানায় খবর দেন। তড়িঘড়ি চেতলা থানার পুলিশ এসে ঘরের ভেতর ঢুকে দেখতে পান অচৈতন্য অবস্থায় মহিলার দেহ পড়ে আছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান ওই মহিলা ব্যাঙ্ক কর্মী বিষ খেয়েই আত্মহত্যা করেছেন। পারিবারিক অশান্তি থেকে এই ঘটনা নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে সেই বিষয়টা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী অফিসাররা। ইতিমধ্যেই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্ট সামনে এলেই মৃত্যু আসল কারণ জানতে পারা যাবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। ঘটনার তদন্ত চলছে।

সম্প্রসারিত অসম মন্ত্রিসভার, শপথ নিলেন নতুন চার মন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : সম্প্রসারিত ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন অসম মন্ত্রিসভার। আজ শনিবার নতুন চার বিধায়ক পদ ও গোপনীয়তার শপথ নিয়েছেন।পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং বিধায়কদের উপস্থিতিতে স্থানীয় শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মিলনয়াতনে নবনিযুক্ত চার মন্ত্রীকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য।নবনিযুক্ত চার মন্ত্রী যথাক্রমে উজান অসমের অন্তর্গত ডিব্রুগড়ের বিধয়ক প্রশান্ত ফুকন, কাছাড় জেলান্তর্গত লক্ষ্মীপুরের কৌশিক রাই, বরাক উপত্যকার শ্রীভূমি জেলাধীন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষেন্দু পাল এবং উজান অসমের অন্তর্গত ডুমডুমার বিধায়ক রূপেশ গোয়ালা।

শনিবার আগরতলায় কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এনএসইউ উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ভূমিলেখ্য ও ভূমি বন্দোবস্ত দপ্তরের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভা

খুমুলুঙ, ৭ ডিসেম্বর।। আজ কৃষি দপ্তরের মিলনায়তনে ভূমিলেখ্য ও ভূমি বন্দোবস্ত দপ্তরের উদ্যোগে ২২টি সাব ডিভিশন কমিটি ও জোন্যাল সাব জোন্যালের চেয়ারম্যান এবং আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনা সভা হয়। ভূমিলেখ্য ও ভূমি বন্দোবস্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং এর সভাপতিত্বে এডিসি এলাকায় বসবাসরত জনগণদের খাস জায়গা জমি বরাদ্ধ বিষয়ে স্থানীয় সাবজোন্যাল আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই সভায়। সভায় ২২টি সাব ডিভিশন কমিটির মাধ্যমে অতিসত্ত্বর পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়াস জারী রাখা হয়েছে। আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই, ক্রীড়া দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা, এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা, এমডিসি উমাশঙ্ককর দেববর্মা, দেবজিৎ ত্রিপুরা, গনেশ দেববর্মা, সওদাগর কলই ও মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক সি. কে. জমাতিয়া, ভূমিলেখা ও ভূমি বন্দোবস্ত দপ্তরের প্রধান আধিকারিক বুধুলিয়ান রাঙ্খল প্রমুখ।

ন্যায় বিচারের দাবিতে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছে ডেপুটেশন প্রদান কদমতলা কাণ্ডে নিহত ব্যবসায়ীর স্ত্রী স্বপ্না বেগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ স্বামীর মৃত্যু হয়েছে দুষ্কৃতীদের গুলিতে। কিন্তু পুলিশের গুলিতে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বলে ভুল খবরে বিশ্বাস করে আসছিলেন কদমতলা কাণ্ডে নিহত ব্যবসায়ীর স্ত্রী স্বপ্না বেগম। এমনটাই অভিযোগ তুললেন তিনি। ন্যায় বিচারের দাবিতে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন তিনি।প্রসঙ্গত, শারদীয় দুর্গোৎসবের আগে ত্রিপুরার উত্তর জেলার কদমতলা এলাকায় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি হয়েছিল। ওই দাঙ্গায় কদমতলা বাজারের এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়।এদিকে, স্থানীয় পুলিশের বক্তব্য, কদমতলা বাজারে দুষ্কৃতীদের সৃষ্ট দাঙ্গার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কদমতলা বাজারে হামলা হয়েছিল। ওই ঘটনায় দুষ্কৃতীরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করলে পুলিশের তরফেও শূন্যে গুলি ছুঁড়া হয়েছিল। দুষ্কৃতীদের গুলিতে ওই ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করছে পুলিশ।তদানিন্তন উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন, ৪ লক্ষ টাকা সহ স্বপ্না বেগমকে একটি সরকারি চাকরি প্রদান করা হবে। কিন্তু সরকারের তরফে এখন বলা হচ্ছে যে দুষ্কৃতীদের গুলিতে স্বপ্না বেগমের স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তাই সরকারি ওই প্রতিশ্রুতি এখন ভিত্তিহীন।এইরূপ পরিস্থিতিতে ন্যায় বিচারের দাবিতে এদিন স্বপ্না বেগম পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন। ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে সিপিআইএমএল ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির তরফেও ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

বৈঠক

● আটের পাতার পর

জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পরামর্শ দেওয়া হয়।বৈঠকে রাজ্যস্তরীয় সড়ক সুরক্ষা কমিটির সভা আয়োজনের পাশাপাশি জেলাস্তরে নিয়মিত জেলা সড়ক সুরক্ষা কমিটির বৈঠক আয়োজন করা এবং তা কেন্দ্রীয় সড়ক, পরিবহণ ও জাতীয় মহাসড়ক মন্ত্রকের পোর্টালে আপলোড করার বিষয়টি আলোচনায় প্রাধান্য পায়। সড়ক সুরক্ষা, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে পরামর্শদাতা নিয়োগ করার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। বৈঠকে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর উত্তম মন্ডল, ট্রাফিক পুলিশের সুপার মানিক দাস, পরিবহণ দপ্তরের যুগ্ম সচিব মৈত্রী দেবনাথ, রাজ্য সড়ক সুরক্ষা কমিটির সদস্য সদস্যাগণ সহ বিভিন্ন জেলার জেলা পরিবহণ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গোমতী জেলার মেডিসিন স্টোরে ওয়াক - ইন - কুলার প্রতি স্থাপন

উদয়পুর, ৭ ডিসেম্বর।। গোমতি জেলা আজ জেলা মেডিসিন স্টোরে ওয়াক ইন কুলার স্থাপন করেছে। এটি জেলা পর্য্যায়ে এই কারনেই গুরুত্বপূর্ণ যা গুরুতর রোগীদের জন্য ব্যবহৃত সংবেদনশীল ওষুধ এবং ভ্যাকসিন সংরক্ষণ করতে পারে।

বিধায়ক অভিষেক দেবরায় আজ গোমতী জেলার মেডিসিন স্টোরে ৩৫০০ কেজি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এই ওয়াক ইন কুলার সিস্টেমের সূচনা করেন। সুচনা করার পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় অভিষেক দেবরায় সাংবাদিকদের জানান, জেলা স্থরে গোমতি জেলাই হল প্রথম জেলা যা সংবেদনশীল ঔষধ সংরক্ষনের জন্য এই ধরনের সেট আপ স্থাপন করেছে। জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অফিসের এই উদ্যোগকে প্রশংসা করে বলেন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম। বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার এই ধরেনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে জেলা পর্য্যায়ে আমরা আধুনিক প্রযুক্তি পেতে পারি যেখান রোগীরা জেলা পর্য্যায়েই পরিষেবা পেতে পারেন। এদিক ও দিক যেতে হয় না। উল্লেখ্য ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এটিকে প্রতিস্থাপন করে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অর্জুন দাস বলেন, ফার্মেসি ওয়াক-ইন কোল্ড রুমটির তাপমাত্রা ২ থেকে ৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। গরম বা ঠান্ডা জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে তাপমাত্রা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে থার্মোস্ট্যাটিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহ একটি রেসিপ্রোকেটিং হারমেটিক কম্প্রেসার ব্যবহার করা হয়েছে। এটি মৃদু শব্দ যুক্ত রেফ্রিজারেশন ইউনিট এবং দ্রুত কুলিং সিস্টেমের সাথে কম বিদ্যুৎ খরচ হবে।

গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং জানান যে সরকারী সরবরাহ ব্যবস্থা অনুযায়ী অনেক ঔষধ রয়েছে যেগুলিকে ২ থেকে ৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। অ্যান্টি-রেবিস ভ্যাকসিন, কিডনি রোগীদের জন্য ইরিথ্রোপয়েটিন ইনজেকশন, হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন এবং গর্ভবতী মা ও তাদের সন্তানদের জন্য ইমিউনোগ্লোবুলিন, বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক কিট, হিমোফিলিয়া রোগীদের জন্য ওষুধ এমনকি ইনসুলিন এবং কিছু প্রস্তুতি বা মিশ্রন রয়েছে যেগুলিকে আমরা রেফ্রিজারেটেড বলি। এগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সংবেদনশীল প্রকৃতির। এসব ঔষধের কার্য্যক্ষমতা ও স্থায়িত্ব বজায় রাখতে হলে এই ধরনের ওয়াক ইন কুলার সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। ডাঃ রিয়াং এটাকে পরোক্ষভাবে একটি লাইফ সেভিংস সিস্টেমও বলা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন।

৯৬০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লালসিংমুড়া বংশীবাড়ি এলাকায় ৯৬০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করলো বিশালগড় থানা পুলিশ। লালসিং মূড়া বংশীবাড়ি এলাকায় এলাকায় সরকারি ভূমিতে ৯৬০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করলো বিশালগড় থানার পুলিশ। শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত চলে এই অভিযান। গাঁজা কারবারীরা সরকারি ভুমি দখল করে এই গাঁজা বাগান তৈরি করে।

বিশালগড় থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার ওসি সঞ্জিত সেনের নেতৃত্বে গাঁজা বাগান ধ্বংস অভিযানে নামেন।সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে বিশালগড় থানার ওসি সঞ্জিত সেনের নেতৃত্বে এ গাঁজা বাগান ধ্বংস অভিযান।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

৪কানেকশন পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ দূর সঞ্চালন মন্ত্রণালয়। তিনি বলেন সরকারের লক্ষ্য ২০২৫ সালে একশ শতাংশ গ্রামের মধ্যে ফোরজি কানেকশন পৌঁছে দেওয়া।

চিঠি পুর্নাত্মানন্দের

● প্রথম পাতার পর

আবেদনের শুনানি ২ জানুয়ারি পিছিয়ে গেছে। এদিকে, গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এরই প্রতিবাদে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস সভা করেছেন এবং এরপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে পাঠানো চিঠিতে লিখেছেন, সম্প্রতি দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় শ্রীচিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে কারামুক্তি প্রদান করলে আপনার সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে বলে আমরা মনে করি। আশা করি, এবিষয়ে আপনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাদের আশ্বস্ত করবেন।

ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

বাসিন্দা বছর পঞ্চাশের প্রদীপ দেববর্মা সহ অপর আরেকজন ব্যাক্তি জঙ্গলে লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অপর ওই ব্যাক্তি সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসলেও প্রদীপ দেববর্মা আর বাড়ি ফিরেনি। পরবর্তীতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরিবারের লোকজন শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মুঙ্গিয়াকামী থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন।এদিকে আজ সকালেও পরিবারের লোকজন সহ পুলিশ খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তখনই তাদের কাছে খবর আসে ওই জঙ্গলেই নাকি প্রদীপ দেববর্মার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সাথে সাথে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা দেখতে পান প্রদীপ দেববর্মা রহস্যজনকভাবে জঙ্গলে মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।এদিকে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মৃতদেহে কোন প্রকারের আঘাতের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করা যায়নি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ জানা যায় নি। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

সম্মেলন শুরু

● প্রথম পাতার পর

ও মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হবে। বর্তমান সম্পাদক পদে ছিলেন কম: পদ্ম কুমার দেববর্মা, পার্টির গঠনতন্ত্র মোতাবেক এবছর এই পদে মনোনীত হবেন নতুন মুখ। পার্টির নেতৃত্বদের আহ্বান গণভিত্তি বাড়ান , জনগনের কাছে গিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা শুনুন এবং নিরসনে উদ্যোগী হয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যান।

আগামী দিন সংগ্রামী জনতার। ২০১৮ সালে বিজেপি আই পি এফ টি জোট সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকে স্রোতের বিপরীতেই পার্টির নেতৃত্ব ও কর্মীগণ তাদের বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে আসছে।

আর্তনাদ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। বর্তমানে তাদের আমবাসা থানায় রাখা হয়েছে।

আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, তারা শনিবারে কমলপুর হয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর শিলচর যাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা আমবাসা স্টেশনে আসেন। নিজের দেশ থেকে ভিটে মাটি সব ছেড়ে মৌলবাদীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে ভারতে এসেছেন তারা। বর্তমানে তাদের আমবাসা থানায় আটকে রাখা হয়েছে।

নার্সিংহোমের চাপ

● প্রথম পাতার পর

পাঠানো হয়। রোগীর পরিবার নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে কেস করেছে বলেও জানান মৃতার জনৈক আত্মীয়।

কৃষকদের নিয়ে একদিবসীয় কৃষি বিষয়ক সচেতনতা ও প্রশিক্ষনের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ শনিবার কমলপুর মহকুমার সালেমা কমিউনিটি হলে ধলাই জেলার কৃষকদের নিয়ে একদিবসীয় কৃষি বিষয়ক সচেতনতা ও প্রশিক্ষনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তা ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সালেমা এবং হিল ইন্ডিয়া লিমিটেড। শনিবার মহকুমার সালেমা কমিউনিটি হলে জেলার ২৫০ জন কৃষকদের নিয়ে এক দিবসীয় কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষন এবং সচেতনতা মূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সালেমা আরডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বীনা দাস বিশ্বাস।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সালেমা পঞ্চায়েতের প্রধান অপু পোদ্দার, সিঙ্গিনালা পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সুনীল চন্দ্র দাস, ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানী ডঃ অভিজিৎ দেবনাথ,আর এস ও হিল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পার্থ প্রতিম প্রধান, কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ রুবিন দেববর্মা, বিজ্ঞানী তন্ময় ভৌমিক প্রমুখ। প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা শিবিরে বিজ্ঞান পদ্ধতিতে সবজি চাষ এবং ফসলে অতিরিক্ত সার ব্যবহার ক্ষতিকারক, কি পরিমানে সার ব্যবহার করা উচিত সে বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষন ও সচেতন করে আলোচনা করেন সিনিয়র বিজ্ঞানী ডঃ অভিজিৎ দেবনাথ এবং আর এস ও হিল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পার্থ প্রতিম প্রধান।

শ্রী শ্রী রূপময়ী মায়ের শুভ পদার্পণ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ শ্রী শ্রী রূপময়ী মায়ের শুভ পদার্পণ উপলক্ষে শনিবার আগরতলা টাউন হলে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আর এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রচুর ভক্তদের উপস্থিতি দেখা যায়।

শ্রী শ্রী রূপময়ী মায়ের শুভ পদার্পণ উপলক্ষে শনিবার আগরতলা টাউন হলে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মা রূপময়ী আশ্রম ত্রিপুরা শাখার পরিচালনায় আয়োজিত এ দিনের অনুষ্ঠানে পূজার্চনা ভক্তিগীতি সহ নানা অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

এদিন টাউনহলে উপস্থিত হওয়ার পর ভক্তদের সহিত মত বিনিময় করেন শ্রী শ্রী রূপময়ী মা। এছাড়া ওনাকে পূজার্চনার মাধ্যমে স্বাগত জানান সাধারণ মানুষ। এদিনের অনুষ্ঠান কে কেন্দ্র করে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল অগণিত। এছাড়া এদিন শ্রী শ্রী রূপময়ী মা ভক্তদের দীক্ষা প্রদানও করেন। তাছাড়া মহিলাদের উলুধ্বনী ও শঙ্খ ধ্বনি সহ সব মিলে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

রাজ্যে ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে: ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ আয়তনে ছোট হলেও বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা। রাজ্যের প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। রাজ্যে ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশেও বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ ধর্মনগরে খেলো ধর্মনগর মেগা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এই কথাগুলি বলেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।

ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় এবং ধর্মনগর পুর পরিষদের উদ্যোগে ধর্মনগরের বিবিআই ময়দানে ৩৫দিনব্যাপী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, খেলাধুলা এখন শুধুমাত্র শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মাধ্যম তা নয়, খেলাধুলা এখন পেশাও। আমাদের রাজ্যের প্রতিভাবন খেলোয়াড় দীপা কর্মকার, আর্শিয়া, আরাধ্যারা নিজেদের প্রতিভার মাধ্যমে রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। রাজ্য সরকারও রাজ্যের খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে। ত্রিপুরা রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের মাধ্যমে রাজ্যের খেলোয়াড়রা যারা গোল্ড মেডেল পাচ্ছেন তাদের রাজ্য সরকার ১ লক্ষ টাকা, সিলভার মেডেলের ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা এবং ব্রোঞ্জ মেডেল প্রাপকদের ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০০ জন খেলোয়াড়কে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন করা হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যুব আবাস নির্মাণ করা হচ্ছে। আগরতলায় উমাকান্ত মাঠের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। ধর্মনগরে ইনডোর হল নির্মাণের কাজ চলছে। উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগরে আঞ্চলিক শারীরশিক্ষা মহাবিদ্যালয়ে অ্যাথলেটিক ট্যাক তৈরি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, বিভিন্ন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ধর্মনগর। ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছ। ধর্মনগরে একটি সুইমিং পুলও গড়ে তোলা হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন, জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জু নাথ, সমাজসেবী প্রদীপ দেববর্মা, ধর্মনগরের মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন "খেলো ধর্মনগর" পরিচালন কমিটির কনভেনার সমাজসেবী শ্যামল নাথ। উল্লেখ্য, "খেলো ধর্মনগর" ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্রিকেট, কবাড়ি, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবা, যোগাসন, জুডো, ওয়েটেলিফটিং, পাওয়ারলিফটিং, বডিবিল্ডিং, বাস্কেট বল সহ মোট ১৯টি ইভেন্ট রয়েছে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

আচার্য্য, ফরমান হুসেন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আরও অভিযোগ, গ্রুপের কথা না শুনে তাহলে তাদেরকে চাকরি করতে দেওয়া হবে না অর্থাৎ মুহূর্তের মধ্যেই উপর মহলে কথা বলে সরিয়ে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে বিলোনিয়া থেকে বেশ কয়েকজনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। অথচ সংশ্লিষ্ট কারা দপ্তরের পক্ষ থেকে দেবাশীষ শীলের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। বর্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া সাব জেলে চলছে সম্পূর্ণ অরাজকতা। জেলে চাল চুরির ঘটনাও দেবাশীষ শীল জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে কোন এক অজ্ঞাততার কারণে সংশ্লিষ্ট কারা দপ্তর দেবাশীষ শীলের বিরুদ্ধে চাল চুরির ঘটনার তদন্ত স্থগিত রেখেছে। এক এস পি ও জওয়ান জেল সুপার তথা বিলোনিয়া মহকুমা শাসকের কাছে দেবাশীষ শীল সহ চিলু মগের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তা নিয়ে কারারক্ষীদের মধ্যে শুরু হয়েছে জল্পনা। এদিকে বিলোনিয়া সাব জেলের এসপিও জওয়ান সহ অন্যান্য কারারক্ষীদের পক্ষ থেকে দাবি উঠছে বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সাব জেলার দেবাশিষ শীল সহ তার গ্রুপের বিরুদ্ধে রাজ্য কারা দপ্তর যেন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

প্রার্থীদের

● প্রথম পাতার পর

সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। তবু টি আর বিটি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে না। তাই আজ আবারও অতিসত্বর ফল প্রকাশের দাবিতে সিটি সেন্টারের সামনে প্লে -কার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা।

তাঁদের আরও অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। নিত্যদিন শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ছাত্র ছাত্রীরা পথ অবরোধ করছে। কিন্তু রাজ্য সরকার শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।

সংসদে বিরোধীদের ভূমিকায় হতাশ মায়াবতী, মুসলিমদেরও করলেন সতর্ক

লখনউ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): সংসদে বিরোধীদের ভূমিকায় হতাশা ব্যক্ত করলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র প্রধান মায়াবতী। একইসঙ্গে মুসলিমদেরও সতর্ক করলেন তিনি। শনিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মায়াবতী বলেছেন, 'সংসদে বিরোধী দল দেশ ও জনস্বার্থের বিষয় তুলে ধরছে না। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে, বিশেষ করে সপা এবং কংগ্রেস সম্ভলের হিংসার অজুহাতে মুসলিম ভোটারদের খুশি করার চেষ্টা করছে। অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয়, এই দলগুলি সম্ভলে মুসলিম সম্প্রদায়কে নিজেদের মধ্যে লড়তে বাধ্য করছে। মুসলিম সম্প্রদায়কেও সতর্ক থাকতে হবে।'

মমতাকে ইন্ডি জোটের প্রধান অংশীদার হিসেবে দেখতে চাই : সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইন্ডি জোটের প্রধান অংশীদার হিসেবে দেখতে চাই। তাৎপর্য্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে তাঁরা শীঘ্রই কলকাতায় আসবেন।

ইন্ডি জোট প্রসঙ্গে সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'ইন্ডি জোটের নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছুক", এ প্রসঙ্গে শনিবার শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেছেন 'আমরা মমতাজির এই মতামত জানি। আমরাও চাই, তিনি ইন্ডি জোটের একজন প্রধান অংশীদার হন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল অথবা শিবসেনাই হোক না কেন, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। আমরা শীঘ্রই কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে যাব।

বনগাঁ স্টেশনের কাছে রেললাইনে ফাটল, ট্রেন বন্ধে ভোগান্তিতে যাত্রীরা

বনগাঁ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বনগাঁ স্টেশনের অদূরে রেললাইনে ফাটল। এ জন্য শনিবার সকালে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন চলাচল। বনগাঁ স্টেশন থেকে কোনও ট্রেন যাচ্ছে না। দ্রুত গতিতে পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন রেল কর্তৃপক্ষ।

শনিবার সকালে স্টেশনের কাছে রেললাইনে ফাটল দেখতে পান রেলকর্মীরা। তখন সকাল ৯.৫০ মিনিট, মাঝেরহাট যাওয়ার একটি লোকাল ট্রেন বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় সারানোর কাজ। তার পর থেকে আর কোনও ট্রেন যাওয়া-আসা করেনি। যাত্রী সুরক্ষার স্বার্থে আপ এবং ডাউন, দুই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। অন্য দিকে, ব্যস্ত সময়ে ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকায় বনগাঁ-শিয়ালদহ লাইনের যাত্রীরা অসুবিধায় পড়েছেন।

বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়নে উদ্বিগ্ন মায়াবতী, তোপ কংগ্রেসকে

লখনউ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নিপীড়নের ঘটনায় উদ্বিগ্ন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। তিনি কংগ্রেসের ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করেছেন। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মায়াবতী বলেছেন, 'প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে হিন্দুরা বিপুল সংখ্যক নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। তাঁদের অধিকাংশই দলিত এবং দুর্বল শ্রেণীর মানুষ...কংগ্রেস দল নীরব এবং এখন শুধুমাত্র মুসলিম ভোটের জন্য "সাবধান" বলে চিৎকার করছে। এক্ষেত্রে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং তাঁদের সমর্থকরা একই মুদ্রার দুই পিঠ।'

মায়াবতী আরও বলেছেন, 'এমতাবস্থায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব পালন করা উচিত। যাতে দলিত শ্রেণির মানুষ যারা শোষণের শিকার হচ্ছেন, তাদের ভোগান্তি পোহাতে না হয়। নতুবা সেখানকার সরকারের সঙ্গে কথা বলে তাদের ভারতে ফিরিয়ে আনা হোক, কংগ্রেসের ভুলের কারণে তাঁদের ক্ষতি হচ্ছে।'

দূষণ-মুক্ত হচ্ছে দিল্লি ঠান্ডায় কাঁপছে সমগ্র উত্তর ভারত

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে তাপমাত্রার পারদ-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই দূষণও কমছে। স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠছে আবহাওয়া। শনিবার সকালে কনকনে ঠান্ডায় ঘুম ভেঙেছে দিল্লীবাসীর। আর দূষণ কমায় স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলছেন রাজধানীর বাসিন্দারা। দিল্লির লোধি রোডে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ১২৭। দিল্লির সফদরজং-এ এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পালমে ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দূষণ অনেকটাই কমলেও, শনিবার সকালে রাজধানীর নানা অঞ্চলে ছিল হালকা কুয়াশা। দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারতেই ধীরে ধীরে শীত বাড়ছে। শীতল হাওয়ায় ঠান্ডার পরশ উত্তর প্রদেশেও। তাজনগরী আগ্রায় এদিন সকালে শীতের পরশ বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে। ঠান্ডা বাড়ছে পঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও। তবে, আপাতত খুব বেশি তাপমাত্রা কমবে না বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

পাটনার থানা থেকে মুক্তি পেলেন খান স্যার, মিছিলে যোগ দেওয়ায় হয়েছিলেন আটক

পাটনা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): আটক হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুক্তি পেলেন খান স্যার। শুক্রবার রাতে পাটনার গর্দানিবাগ থানা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে খান স্যারকে। পাটনায় বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার প্রার্থীদের প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে শুক্রবার। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। জনপ্রিয় শিক্ষক খান স্যার এই প্রার্থীদের সমর্থনে সামিল হয়েছিলেন মিছিলে। আর তাই খান স্যারকে আটক করা হয়। আটক করার পর তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শুক্রবার রাতে খান স্যারকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন দুই দুষ্কৃতীর, তদন্ত শুরু পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি হচ্ছে। এবার দিল্লিতে এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করল দুই দুষ্কৃতী। শাহদারা জেলার ডিসিপি প্রশান্ত গৌতম বলেছেন, সুনীল জৈন নামে এক ব্যক্তিকে ফর্শ বাজার থানার অধীনে বিশ্বাস নগর থানা এলাকায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। মোটরবাইকে আসা দুই আততায়ী তাঁকে গুলি করেছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে ক্রাইম টিমকে ডাকা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। ডিসিপি আরও বলেছেন, 'শনিবার সকাল ৮.৩৬ মিনিট নাগাদ আমার একটি পিসিআর ফোন পাই, মোটরবাইকে এসে দু"জন আততায়ী এক ব্যক্তিকে গুলি করেছে। সুনীল জৈন নামে গুলিবিদ্ধ হন, তাঁকে লক্ষ্য করে ৩-৪ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। ৫২ বছর বয়সী সুনীল জৈনের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা হুমকির কথা অস্বীকার করেছেন।'

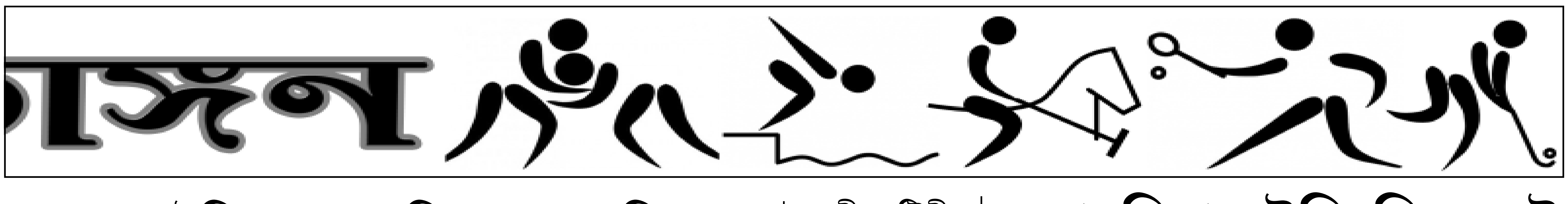

মুমুলুঙ স্টেডিয়ামে স্বশাসিত জেলা পরিষদের উদ্যোগে সোপারলীগ ফুটবল ম্যাচ শুরু

খুমুলীও, ০৭।১২/২০২৪ইং আজ ৭ ডিসেম্বর স্বশাসিত জেলা পরিষদের ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে খুমুলুক্ত স্টেডিয়ামে সোপারলীগ ফুটবল ম্যাচ শুরু হয়। এই সোপারলীগ ফুটবল ম্যাচ এর শুভ উদ্বোধন করেন স্বসাশিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা। আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই, সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যান। দপ্তরের নির্বাহী সদস্যা দলি রিয়াং, মৎস্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা, ভূমিলেখ্য ও ভূমি বন্দোবস্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং, বিধায়ক সুবোধ দেববর্মা, বিধায়ক মানব দেববর্মা, বিধায়ক পাঠান লাল জমাতিয়া, এমডিসি গনেশ দেববর্মা, এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মা, এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা ও এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা প্রমুখ।। সভাপতিত্ব করেন ক্রীড়া দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা। উদ্বোধকের ভাষনে এডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা উল্লেখ্য করেন যুব সমাজকে প্রকৃত মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এডিসি প্রশাসনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সফল করতে সকলের সহযোগীতা কামনা করেন। প্রকৃত খেলোয়ার চিহ্নিত করে উন্নয়নের শীর্ষ স্থর পর্যন্ত পৌছানোর তাগিদে এডিসি কর্তক পক্ষের পরিকল্পনাকে বাস্তব মুখী করার ক্ষেত্রে সকল অংশের সহযোগিতার আহ্বান জানান মুখ্য নির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া। তিনি প্রত্যেক খেলোয়ারদের নিজস্ব প্রতিভাবানকে জন সম্মুখে খুটিয়ে তোলার পরামর্শদেন। সভাপতিত্বের ভাষনে ক্রীড়া দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা বলেন, সমাজের মেরুদন্ডকে মজবুত রেখে উন্নয়নের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া লক্ষ্যে যত্নবান হয়ে দায়িত্ব পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জোন্যাল ভিত্তিক স্পোট স্কুল গড়ে তোলার মাধ্যমে যুব সমাজের ভবিষ্যৎ উজ্জল হবে বলে আশা বাক্ত করে বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য আজকের ম্যাচে সিপাহীজলা টাইগার বনাম ওয়েস্ট বেকিং এর মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় ওয়েস্ট বেকিং এক গোলে জয়ী হয়।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি : ত্রিপুরাকে ছাপিয়ে ১ম ইনিংসে লিড বিহারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরাকে ছাপিয়ে গেছে বিহার। লিড নিয়ে খেলছে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ২৮ রানে এগিয়ে বিহার। প্রথম দিন ত্রিপুরার হলে, দ্বিতীয় দিন বিহারের। খেলা বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি। আয়োজক বিসিসিআই। কটকের এম জি এম স্কুল স্পোর্টস গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় দিনের শুরুতে সাত বল খেলে তিন রান যোগ করে, ১৯২ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিহার সারাদিন ব্যাট করে ৯২ ওভার খেলে ৮ উইকেট হারিয়ে ২২১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার যশ পঞ্চাশ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, ওঙ্কার কুমারের ৫২ রানও উল্লেখযোগ্য। রাজ্য দলের বোলার পৃথ্বীরাজ গোপ, মাহিন এবং সিদ্ধার্থ দেবনাথ প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া কৃষাণ সরকার পেয়েছে একটি উইকেট। এখন বিহারের বিরুদ্ধে চালকের আসনে থাকতে হলে আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিনে ত্রিপুরার ব্যাটার্সদের দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট চালিয়ে অনেকটা রান সংগ্রহ করে নিতে হবে। গ্রুপ লীগের অন্য ম্যাচে মিজোরাম প্রথম ইনিংসে লিড নিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে অরুণাচল দারুন খেলছে। অপর খেলায় নাগাল্যান্ড আট উইকেটে এর ব্যবধানে সিকিমকে পরাজিত করেছে।

দারুন বিনোদন : আসাম রাইফেলস ও জেআরসি-র প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লড়াই হলো জমাটি। তবে শেষ পর্যন্ত হারতে হলো জে আর সিকে। এই হার থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিলো জে আর সি শিবির। শনিবার আসাম রাইফেলস গ্রাউন্ডে বরাবরের মতো এবছর ৩৫ আসাম রাইফেলস ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ খেললো জে আর সি দল। টসে জয়লাভ করলো ৩৫ আসাম রাইফেলস ব্যাটালিয়নের টিম। ফিল্ডিং পেয়ে জে আর সি-র অধিনায়ক ক্রিকেটারদের নিয়ে মাঠে নেমে পড়লেন। ১৬ ওভারের এই ম্যাচে ৩৫ আসাম রাইফেলস দল ১০ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১২৮ রান। আসাম রাইফেলস দলের হয়ে ব্যাট হাতে স্কোর গড়েন বি এন বিশ্বাল ২৩, দীপক কুমার ২৭, জগন ২৪ , দামকর ১৯ রান করেন। বল হাতে জে আর সির হয়ে দুটি করে উইকেট নেয় দিব্যেন্দু দে, বিশ্বজিৎ দেবনাথ ও মনোজিত দাস। একটি করে উইকেট দখল করে জাকির হোসেন ও অভিষেক দে ''রা। দুইজন ব্যাটসম্যান রান আউটের শিকার হলো ৩৫ আসাম রাইফেলস দলের। জয়ের জন্য জে আর সির সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১২৯ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে শেষ পর্যন্ত জে আর সি শিবির ১০ উইকেটের বিনিময়ে ৭৪ রানই করতে সক্ষম হয়। জে আর সির অধিকাংশ ব্যাটসম্যান এই ম্যাচে ক্লিক করতে পারেনি।এর মধ্যে ব্যতিক্রমী ব্যাটিং করলো মনোজিত দাস। উইকেট আগলে মনোজিত ৩৪ রান করে।তবে তার এই ব্যাটিং দলের পরাজয় রুখতে পারলো না।

ম্যাচে আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করলেন ৩৫ আসাম রাইফেলস দলের হরি রাম ও বিনীত শর্মা। স্কোরারের ভূমিকায় ছিলেন এই ব্যাটালিয়নেরই মৃনাল কান্তি সাল। ম্যাচের শুরুতে মাঠে ছিলেন জে আর সি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ। তবে ম্যাচের মাঝেই ওনাকে মাঠ থেকে চলে যেতে হলো জরুরি একটি কাজের জন্য। জে আর সি দলকে উৎসাহ যোগাতে এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অন্যতম এক চিত্র সাংবাদিক পার্থজিত দত্ত। সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য সাংবাদিকরাও। বেশ খোশ মেজাজেই হলো এই প্রীতি ম্যাচ। ৩৫ আসাম রাইফেলস ব্যাটেলিয়নের মেজর সৌরভ কুমারের তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হলো এই ম্যাচ। ম্যাচে জয় লাভ করলো ৩৫ আসাম রাইফেলস ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। বিনোদনমূলক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ দারুন ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় জেআরসি-র সম্পাদক অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জাতীয় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে আজ ত্রিপুরার সামনে পন্ডিচেরি

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। জাতীয় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটেও এবছর তেমন দাগ কাটতে পারেনি রাজ্যের ক্রিকেটাররা। জুনিয়র থেকে শুরু করে সিনিয়র সব বিভাগেই একের পর এক ম্যাচে ব্যর্থতার নজির স্থাপন করে চলেছেন মহিলারা। ছোটদের মহিলা ক্রিকেটে এবছর দারুণভাবে হতাশ করল রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের। এই অবস্থায় সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আগামীকাল রবিবার ত্রিপুরা নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে। চন্ডিগড় এর বিপক্ষে পরাজয় দিয়ে অভিযান শুরু করার পর কাল। ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ পন্ডিচেরি। লাহুলি চৌধুরী বংশী লাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে মহিলাদের একদিনের ম্যাচটি। তাই প্রথম ম্যাচের ব্যর্থতা বলে এদিন অনেকটা ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই ময়দানে নামতে এখন প্রস্তুত রাজ্যের মেয়েরা। সেই লক্ষ্যে শনিবার রাজ্যের সিনিয়র মহিলা দলের ক্রিকেটাররা সেরে নিল চূড়ান্ত অনুশীলন। তবে প্রথম ম্যাচে রাজ্যের ক্রিকেটাররা যেভাবে ব্যাট বল হাতে নিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, তা যদি দ্বিতীয় ম্যাচেও বহাল থাকে তাহলে পরাজয় নিশ্চিত। এখন দেখার বিষয় জাতীয় স্তরের মহিলা সিনিয়র ক্রিকেটের এক দিবসীয় নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে কতটুকু ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয় রাজ্যের মেয়েরা। তার দিকে এখন তাকিয়ে আছে রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

উৎসাহ উদ্দীপনায় সম্পন্ন হলো পশ্চিম জেলার অ্যাথলেটিক্স আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শনিবার অরুন্ধতী নগর স্কুল ময়দানে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হলো প্রয়াত শিক্ষাবিদ প্রদীপ দে স্মৃতি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অ্যাথলেটিক্স এর আসর। দুদিন ব্যাপী এই আসরে বিভিন্ন বিভাগে ছেলে ও মেয়েদের মোট ১০৭টি ইভেন্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সন্ধ্যায় আসরের সমাপ্তি হয়। এই প্রতিযোগিতায় সদর মহকুমার দাপট ছিল বেশী। প্রতিযোগিতার পাশাপাশি বিজয়ীদের হাতে উপস্থিত অতিথিরা মানপত্র তুলে দিলেন। ময়দানে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত প্রদীপ দে-র সহধর্মিনী এ ডি নগর স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা সীমা রানী সরকার, ৩৯নং ওয়ার্ডের পুর কর্পোরেটর অলক রায়, ক্রীড়া উপ অধিকর্তা বিপ্লব কুমার দত্ত, প্রবাল কান্তি দেব ও আরও অনেকেই। এই ক্রীড়ানুষ্ঠান সার্বিকভাবে সফল হওয়ায় আয়োজক সচিব কামাল হোসেন ও কর্পোরেটর অলক রায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়দের হাতে জার্সি তুলে দিলো ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিনিধিরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বাধারঘাট দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে জুডো হল-এ সম্পন্ন হল ত্রিপুরা দলের জার্সি প্রদান অনুষ্ঠান। এতে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায় সহ ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ইনচার্জ ভারতী নিগম সহ আরো অনেকে। উল্লেখ্য, ১১ ডিসেম্বর থেকে অনুর্ধ ১৯ বালক-বালিকা উভয় বিভাগে জাতীয় স্কুল গেমসে অংশগ্রহন করার লক্ষ্যে ৮ ডিসেম্বর ১৪ জন খেলোয়াড় ও ২ জন কোচ সহ ১৬ প্রতিনিধির রাজ্য দল রেল পথে পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রাজ্য ত্যাগ করবে। পাশাপাশি চলতি বছরের ১২ ডিসেম্বর অনুর্ধ ১৭ বছরের জাতীয় বালিকা বিভাগের স্কুল গেমস এবছর অনুষ্ঠিত হবে এন এস আর সি সি-র জিমনাস্টিক্স হল-এ। একই সঙ্গে অনুর্ধ ১৭ বছর জুডো বালিকা খেলোয়াড়দের হাতেও জার্সি তুলে দিলেন ক্রীড়া দফতরের আধিকারিকরা।

'মন্থর' স্টার্কের প্রথম বলেই আউট যশস্বী ! ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার গতির বলে জবাব অসি পেসারের

ভারত-অস্ট্রেলিয়া লড়াই মানেই মাঠে এবং মাঠের বাইরে ক্রিকেটারদের বাগ্যুদ্ধ। গত টেস্টে যশস্বী জয়সওয়াল এবং মিচেল স্টার্কের লড়াই দেখা গিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার পেসারকে মন্থর বলেছিলেন যশস্বী। তাঁর বলেই দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম বলে আউট হলেন ভারতীয় ওপেনার।

শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের টেস্টে শূন্য রানে ফিরতে হয় যশস্বীকে। স্টার্কের ১৪০.৪ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে আসা বল উইকেটের সামনে তাঁর পা খুঁজে নেয়। এলবিডব্লিউ হন যশস্বী। বলের সুইং বুঝতে পারেননি ভারতীয় ওপেনার। লেগ স্টাম্পে ছিল বলটি। সেখান থেকে বলটি বাইরে না গিয়ে সোজা উইকেটের দিকে ঢোকে। সেটাই বুঝতে পারেননি যশস্বী। ভেবেছিলেন বলটি বাইরে যাবে। লাইন ফস্কে এলবিডব্লিউ হন তিনি। মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে যান মাঠ ছেড়ে। রিভিউও নেননি। অন্য দিকে, প্রথম বলে উইকেট পেয়ে উজ্জীবিত হন স্টার্ক।

গত টেস্টে ১৬১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন যশস্বী। সেই সময় স্টার্ক বেশ কয়েক বার কড়া চোখে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন, যা ভাল ভাবে নেননি যশস্বী। তিনি অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসারকে বলেছিলেন, "খুব মন্থর বোলিং করছ আমাকে।" সেই সময় তাঁকে কোনও উত্তর দেননি স্টার্ক। ম্যাচের পর যদিও বাঁহাতি পেসার বলেছিলেন, "আমি শুনতেই পাইনি যশস্বী আমাকে মন্থর বলেছে। এখন আর আমি খুব বেশি স্লেজিং করি না। আগে করতাম। কিন্তু এখন আর করি না।" অ্যাডিলেডে যদিও প্রথম বলেই ১৪০.৪ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে বল করে স্টার্ক বুঝিয়ে দিলেন, তিনি ততটা 'মন্থর' নন। হয়তো প্রথম টেস্টে যশস্বীর কথা শুনেও জবাব দেননি স্টার্ক, ভেবেছিলেন মুখে নয়, বল হাতেই জবাব দেবেন। শুক্রবার স্টার্ক গোলাপি বলের টেস্টে প্রথম সেশনে তিনটি উইকেট নেন।

জাতীয় দৃষ্টিহীন ক্রিকেট রাজ্য দলের রওনা ১০ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। উড়িষ্যায় এবছর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ক্রিকেট এসোসিয়েশন ফর দ্যা ব্লাইন্ড ইন ইন্ডিয়ার উদ্যোগে নাগেশ ট্রফি সপ্তম জাতীয় দৃষ্টিহীন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বিগত দিনের মতো এবারও জাতীয় স্তরের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ক্রিকেট এসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন ত্রিপুরার উদ্যোগে অংশ নেবে রাজ্য দল। এর জন্য ১৬ সদস্যের রাজ্য দল গঠন করা হয়েছে। রাজ্য দলের ক্রিকেটাররা আগামী ১০ই ডিসেম্বর সকালে রেলপথে উড়িষ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। ঘোষিত দলটি হল সুকান্ত সরকার (অধিনায়ক), রঞ্জন দেব, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, নয়ন চন্দ্র রায়, মোঃ আমজাদ হোসেন, রাজেন্দ্র পানুরিয়া (সহ অধিনায়ক) লব শীল, সুশান্ত নমঃ ,বিকাশ দাস, নিশিকান্ত মালাকার, কুশ শীল, জনি ঋষি দাস, অর্পণ কুমার দাস ও পাপন সূত্রধর। রাজ্য দলের প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন সঞ্জয় ধর ভৌমিক এবং ম্যানেজার অপূর্ব চক্রবর্তী।

বৈঠকে কি আদৌ ছিল পাকিস্তান

আইসিসি-র চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব নিয়েছেন জয় শাহ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন সচিব আইসিসি-র দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্য দেশের বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন। ছবিও তোলেন। কিন্তু জয় শাহ সমাজমাধ্যমে যে ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন তাতে নেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি। তাতেই উঠছে প্রশ্ন। নকভি কি বৈঠকে ছিলেন না?

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের বোর্ডের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছে। এ বারের প্রতিযোগিতার আয়োজক পাকিস্তান। কিন্তু সে দেশে গিয়ে খেলতে রাজি নয় ভারত। তারা চায় নিরপেক্ষ দেশে দেওয়া হোক ভারতের ম্যাচগুলি। তা নিয়ে বৃহস্পতিবার একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার সেই বৈঠক হতে পারে। কিন্তু তার আগে আইসিসি-র কর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বোর্ড সদস্যদের দেখা হয় দুবাইয়ে আইসিসি-র সদর দফতরে। নকভি দুবাই গেলেও জয় শাহদের সঙ্গে দেখা করেছেন কি না তা স্পষ্ট নয়। সমাজমাধ্যমে যে ছবি এবং ভিডিয়ো দেখা যাচ্ছে তাতে আইসিসি-র সদর দফতরে নকভিকে দেখা যায়নি। আইসিসি-র চেয়ারম্যান পদে যোগ দেওয়ার পর জয় শাহ বিভিন্ন দেশের বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা ছবিও তোলেন। সেই ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়নি নকভিকে। তিনি দেখাই করেননি না কি ছবি তোলার আগে বেরিয়ে গিয়েছেন তা জানা যায়নি।

কাম্বলির জন্য সাহায্যের হাত বাড়াতে প্রস্তুত কপিল

সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে শচীন তেণ্ডুলকরের সঙ্গে বিনোদ কাম্বলির একটি ভিডিও। যেখানে শচীনের হাত ধরে টানছেন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ।

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে শচীন তেণ্ডুলকরের সঙ্গে বিনোদ কাম্বলির (ৰুদ্রদ্রত্ন জ্ঞথদ্বত্নন্ব) একটি ভিডিও। যেখানে শচীনের হাত ধরে টানছেন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ। যা দেখে অনেকেরই ধারণা কাম্বলি গভীর অসুস্থ। তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকেও সেটা নিশ্চিত করে জানানো হয়েছে, ১৪ বার রিহ্যাবে গিয়েছেন কাম্বলি। এবার তাঁর জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত ১৯৮৩-র বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব।

কোচবিহার ট্রফি ক্রিকেটে জয়ের অপেক্ষায় ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। জাতীয় অনূর্ধ ১৯ কোচবিহার ট্রফি ক্রিকেটের চার দিনের ম্যাচে প্রতিপক্ষ মনিপুরের বিপক্ষে ত্রিপুরার জয় শুধু এখন সময়ের অপেক্ষা। দ্বিতীয় ইনিংসে শনিবার দ্বিতীয় দিনের শেষে জয়ের জন্য মনিপুরের প্রয়োজন আরো ৪৭১ রান। হাতে রয়েছে তাদের আরো সাতটি উইকেট। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে জয় শুধু এখন ত্রিপুরার সময়ের অপেক্ষা। কোন ধরনের অঘটনের সম্মুখীন না হলে এবং এই ম্যাচে জয় পেলে ত্রিপুরা প্লেট গ্রুপ থেকে মূল পূর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে। কারণ শুরুটা প্রত্যাশিতভাবে করতে না পারলেও, পরবর্তী ম্যাচগুলিতে একের পর এক জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় রাজ্যের ছেলেরা। এই অবস্থায় গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলতে নামে প্রতিপক্ষ মনিপুরের বিপক্ষে। চারদিনের ম্যাচে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দীপজয় দেবের দুর্দান্ত শতরানের সুবাদে ইনিংসের লড়াই শেষ করে ২৫৪ রানে।

জবাবে মনিপুর অর্কজিতের চার উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ৮৯ রানে লড়াই শেষ করে নিতে বাধ্য হয়। ইনিংসে অর্কজিৎ একাই তুলে নেয় ছয়টি উইকেট। এই অবস্থায় ইনিংসে ১৬৫ রানে লিড নিয়ে ত্রিপুরা প্রথম দিন দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ওপেনিং জুটির দুই ব্যাটসম্যান দ্বীপজয় ও শঙ্খনীল অপরাজিত থেকে ১৭২ রানে এগিয়ে থেকে লড়াই শেষ করে। শনিবার ছিল ম্যাচের দ্বিতীয় দিন। এদিন ত্রিপুরা আট উইকেটে ৩০৫ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের লড়াই ডিক্লেয়ার দেয়। তবে এদিন ব্যাট হাতে নিয়ে রান পেল দিপজয় দেব (৪৪), শঙ্খনীল সেনগুপ্ত (৫৯), রোহন বিশ্বাস (৩২), দেবাংশু দত্ত(৪৩), তনয় মন্ডল(৩১) ও রাহুল সূত্রধর(৩৮)। এই অবস্থায় মনিপুর দিনের অবশিষ্ট সময়ে ব্যাট করতে নেমে তিনজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে মাত্র ৫৫ রান তুলতে সক্ষম হয়। জয় পেতে তাদের প্রয়োজন আরো ৪৭১ রান। আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিন। এখন দেখার বিষয় বিশাল এই রানের টার্গেট অতিক্রম করতে কতটুকু সক্ষম হয় মণিপুরের ক্রিকেটাররা। তবে ম্যাচের যে গতিপ্রকৃতি তাতে ত্রিপুরার জয় শুধু এখন সময়ের অপেক্ষা।

শুরু হল বহু প্রতিক্ষিত খেলো ধর্মনগর সিজন টু

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। শনিবার থেকে শুরু হল বহু প্রতীক্ষিত উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর পৌর পরিষদ পরিচালিত খেলো ধর্মনগর সিজন টু।এদিন দুপুরে বিবিআই স্কুল মাঠে 'খেলো ধর্মনগর ২০২৪ সিজন টু' ঘটা করে শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।সাথে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালি রানী দাস সেন,জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, পুলিশ সুপার আইপিএস অবিনাশ রাই, মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।এদিকে এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সানীয় নৃত্য শিল্পীদের দ্বারা মনমুগ্ধকর বিভিন্ন নৃত্য পরিবেশিত হয়।জানা গেছে,খেলো ধর্মনগর সিজন টু এ ৩৩টি ইভেন্টে একমাস ব্যাপী খেলা রয়েছে।বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবেন ধর্মনগর মহকুমার খেলোয়াড়রা।তাছাড়া শিশুদের জন্য রয়েছে নানা আকর্ষণীয় খেলা।রয়েছে বৃদ্ধ মহিলাদের জন্য লুডো সহ অন্যান্য খেলাও।এবার আট থেকে আশি বছরের প্রত্যেকে এই খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে উদ্বোধক তথা মন্ত্রী টিংকু রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন,খেলো ধর্মনগর এই মহকুমার খেলোয়াড়দের জন্য বিশেষ একটি পথ,যা আগামীদিনে দক্ষ খেলোয়াড় গড়ে তুলবে।তারাই অচিরে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে।

পূর্বে অবিভক্ত উত্তর ও ধলাই জেলায় যুব আবাস ছিলনা।তাতে করে বড় কোন টুর্নামেন্ট আগরতলা ছাড়া করা সম্ভব হতো না। বর্তমানে আমবাসাতে একটি যুব আবাস উদ্বোধন হয়েছে।সেখানে থেকে রাজ্যের ছেলে মেয়েরা বড় বড় টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবে। বিশেষ করে পূর্বে যুবারা ভাবতো খেলাধুলা শুধু শরীর চর্চার জন্য। কিন্তু বর্তমানে খেলাধুলা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশপাশি রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করছে অনেক উদীয়মান খেলোয়াড়রা।তাছাড়া যুবাদের মাঠ মুখী করলেই যুব সমাজ থেকে নেশা মুক্ত করা সম্ভব।যুবা রাই আগামীদিনের ভবিষ্যৎ।

অপরদিকে বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, খেলো ধর্মনগর এবারে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো।তাঁর আশা আগামী বছর খেলো ধর্মনগরে সাত থেকে আট হাজার শিল্পীদের নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে খেলো ধর্মনগর সিজন থ্রি এর শুভ উদ্বোধন হবে। তিনি আরো বলেন,আগামীতে ধর্মনগর মহকুমাবাসী দেখিয়ে দেবেন রাজ্যের অনান্য মহকুমা থেকে কোন অংশে কম নয় ধর্মনগর মহকুমাও।

৭৫ তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ উদযাপনে আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে আয়োজক প্রাচ্যভারতী চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১৯৪৯ সালে ২৯ ডিসেম্বর স্থাপিত হয়েছিল ধলেশ্বর স্থিত প্রাচ্য ভারতী স্কুল। প্রাচ্য ভারতী স্কুলের ৭৫ বর্ষকে সামনে রেখে ২৯ ডিসেম্বর থেকে বর্ষব্যাপী নানান কর্মসূচি আয়োজন করা হলো স্কুলের তরফে। তারই অঙ্গ হিসেবে চলতি বছরের ২৬ নভেম্বর থেকে ১২ টি বিদ্যালয়কে নিয়ে আন্তঃ স্কুল নাইন-এ সাইড ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় স্কুল মাঠে। প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় প্রাচ্য ভারতী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ফাইনাল ম্যাচকে কেন্দ্র করে এদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। তিনি ফাইনাল ম্যাচে অংশগ্রহণকারী দুদলকেই অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন। একই সঙ্গে প্রাচ্য ভারতী স্কুলের এই আয়োজনেরও ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

এই আন্তঃস্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইন্যালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৭ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৮৯ রান করে প্রাচ্য ভারতী স্কুল। প্রাচ্য ভারতী স্কুলের হয়ে ব্যাট হাতে সর্বোচ্চ স্কোর গড়ে আতিফুল ইসলাম। সে ৪৮ রানে নট আউট থাকে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৮৫ রানই তুলতে সক্ষম হয়। সুবাদে ফাইনাল ম্যাচে ৪ রানে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়নের খেতাব দখল করে নেয় প্রাচ্য ভারতী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

ম্যাচ শেষে চ্যাম্পিয়ন দল ও রার্নাস দলের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন উপস্থিত অতিথিরা।

মেসির সামনে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব মুখোমুখি ভিনিসিয়ুস—নেইমার

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ড্রয়ে সবার চোখ ছিল কোন তারকা কার মুখোমুখি হচ্ছেন, কিংবা কোন দুই পরাশক্তি একই গ্রুপে পড়তে যাচ্ছে। ড্রয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষই পেয়েছে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি। গ্রুপ 'এ'তে তাদের সঙ্গে অন্য তিনটি দল ব্রাজিলের পালমেইরাস, পর্তুগালের পোর্তো ও সৌদি আরবের আল আহলি। তবে ড্রয়ের পর বিশেষভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে 'এইচ' গ্রুপ।

এইচ গ্রুপে পড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ ও আল হিলাল। অর্থাৎ সব ঠিকঠাক থাকলে ক্লাব বিশ্বকাপে মুখোমুখি হচ্ছেন নেইমার ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এই গ্রুপের অন্য দুটি দল হলো পাচুকা ও সালজবুর্গ।

যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে গতকাল রাতে অনুষ্ঠিত হলো ক্লাব বিশ্বকাপের ড্র। যেখানে বিভিন্ন খেলোয়াড়দের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সাবেক ফুটবল তারকারাও। আয়োজন শুরুর আগে শুভকামনা জানিয়ে বার্তা দেন যুক্তরাষ্ট্রে সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বার্তায় ট্রাম্প বলেন, 'এই আয়োজন অবিশ্বাস্য কিছু হতে যাচ্ছে।' এ সময় ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে 'বিজয়ী' উল্লেখ করে ট্রাম্প আরও বলেন, 'আমরা লম্বা সময় ধরে একে অপরকে জানি। এমন সম্পর্কে আমি সম্মানিত।'

আগামী বছর ক্লাব বিশ্বকাপে ৩২টি দল ৮টি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। প্রতি গ্রুপে রয়েছে তিনটি করে দল। গ্রুপগুলো থেকে দুটি করে দল শেষ ষোলোয় যাবে। আগামী বছরের ১৫ জুন থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ক্লাব বিশ্বকাপের লড়াই। এটিকে ২০২৬ বিশ্বকাপের 'ড্রেস রিহার্সেল' হিসেবেও দেখা হচ্ছে। ২০২৬ বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা।আয়োজক দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ক্লাব বিশ্বকাপে খেলবে ইন্টার মায়ামি। ফ্লোরিডার হার্ড রক স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবেন মেসিরা। ড্র অনুষ্ঠানে ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো বলেন, 'এটি মূলত অন্তর্বর্তীমূলক ব্যাপার। যেখানে লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ক্লাবগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। ৩২টি বিশ্বসেরা ক্লাব ও সেরা খেলোয়াড়দের একসঙ্গে নিয়ে আসা।' ক্লাব বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে অন্য যে ম্যাচগুলোয় চোখ থাকবে, সেগুলো হলো ম্যানচেস্টার সিটি - জুভেন্টাস, পিএসজি-আতলেতিকো মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ-বেনফিকা ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড-ফ্লুমিনেন্সের ওপর।

ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেস ত্রিপুরা সেন্টারের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ আজ ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেস ত্রিপুরা সেন্টারের পক্ষ থেকে সুকান্ত একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

শনিবার সুকান্ত একাডেমিতে ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেসের ত্রিপুরা সেন্টারের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়ে ত্রিপুরার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ত্রিপুরায় একটিমাত্র জাতীয় সড়ক ছিল। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় ছয়টি জাতীয় সড়ক অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় সড়ক গুলির কাজ চলেছে। সড়ক আকাশ ও রেলপথের দিক দিয়ে ত্রিপুরা অনেক অগ্রসর হয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ও দৃষ্টিনন্দন বিমানবন্দরে পরিণত হয়েছে। শীঘ্রই আগরতলা বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হবে বলে তিনি জানান।

প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে বিমান চলাচলের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তাতে বিপত্তির সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সাফাই কর্মীর বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ সাফাই কর্মীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। দুই জোড়া কানের গহনা, ১০ ভরি রূপা সহ ২০ হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যায় চোরের দল। বিশালগড়ে ওই ঘটনায় থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিশালগড়ের এক সাফাই কর্মী গতকাল সন্ধ্যায় বাজার করতে বাড়ির বাইরে যান। বাড়ি খালি থাকার সুযোগ নিয়ে চোরের দল হাত সাফাই করেছে।ওই সাফাই কর্মী জানিয়েছেন, যখন চুরি হয় তখন বাড়িতে কেউ ছিল না। তিনি বাজার থেকে এসে দেখেন ঘরের দুই দরজার তালা ভাঙ্গা এবং সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। বাড়িতে দুই জোড়া কানের গহনা, ১০ ভরি রূপা সহ ২০ হাজার টাকা ছিল, যা চোরের দল নিয়ে পালিয়েছে। এই ঘটনার তদন্তের জন্য বিশালগড় পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কংগ্রেসের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ আগামীদিনে সংগঠনকে মজবুত করতে বিভিন্ন কর্মসূচির হাতে নিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। আজকের বর্ধিত সভায় তার রূপরেখা স্থির হয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। এদিন শ্রীসাহা বলেন, আজ স্টুডেন্ট হেলথ হোমে প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠন সহ পিসিসির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই মাসে কংগ্রেসের প্রতিটি শাখা সংগঠনের তরফ থেকে রাজ্য পর্য্যায়ের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তার রূপরেখা আজকের বর্ধিত সভায় স্থির হয়।

এদিন তিনি আরও বলেন, ডিসেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা নিয়েও আজকের এই বর্ধিত সভায় আলোচনা হয়।

স্মার্ট সিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ শনিবার আগরতলার সোনার তরী হোটেলে স্মার্ট সিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার , কমিশনার ডক্টর শৈলেশ কুমার যাদব সহ অন্যান্যরা।

স্মার্ট সিটি প্রকল্প সম্পর্কে সোনার তরী হোটেলে শনিবার আগরতলা পুরনিগমের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালার বিষয়বস্তুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমিশনার ডক্টর শৈলেশ কুমার যাদব বলেন পরিশ্রুত পানীয় জল শৌচালয় সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এদিন সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে আলোচনা হয়।

তিনি পরিস্রুত পানীয় জলের উপর নির্ভর করে মানুষ সুস্থ থাকার বিষয়টি। পাশাপাশি আগরতলা শহর এলাকাকে কিভাবে আরও স্বচ্ছ রাখা যায় এসব বিষয় নিয়েও এদিন কর্মশালায় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তারিত মতবিনিময় করা হয়।

পরিত্যাক্ত জলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবায় অনেকটা উন্নয়ন হলেও, পরিকাঠামোর দিক দিয়ে অনেকটা পিছিয়ে আছে এই হাসপাতাল। প্রায় প্রতিনিয়ত রোগীদেরকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, বর্তমান সময়ে জেলা হাসপাতালের দ্বিতল ভবনের শৌচালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজের ব্যবহার করার পর ওই পরিত্যাক্ত জল নিচের তলায় এসে পড়ছে। ফলে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে এসে রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছে।

এদিকে, বিগতদিনে হাসপাতালের উপরের তলার জল নিচে চুঁইয়ে পড়ার ফলে হাসপাতালের ছাঁদে ও বিভিন্ন জায়গায় মেরামরতে কাজ করানো হয়েছে। কিন্তু এতে শুধুমাত্র ঠিকেদারের পকেট ভারি হয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কিছু দিন যেতে না যেতেই আবারো এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। এভাবে নিম্নমানের কাজের ফলে রোগী ও স্বাস্থ্য সেবা কর্মীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তাই বর্তমান সময়ে সকলে চাইছে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের উন্নয়নে রাজ্য সরকার যেন সঠিক পদক্ষপ গ্রহন করে।

রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা এনএসইউআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা। প্রতিটি বিদ্যালয় শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন এনএসইউআই-র রাজ্য সভাপতি স্বরূপ কুমার শীল। পাশাপাশি, ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন তিনি।।এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা। এবিষয়ে এনএসইউআই-এর তরফ থেকে বিভিন্ন কলেজে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি স্কুল শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। প্রতিটি শিক্ষকের দাবিতে পড়ুয়ারা রাস্তায় আন্দোলনে নামছে। তাছাড়া, তাদের আরও অভিযোগ, শিক্ষকের অভাবে অনেক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে পড়ছে। তাই ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে এনএসইউআই। এদিন তিনি আরও বলেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কোনো হেলদোল নেই।

সচিবালয়ে রাজ্য সড়ক সুরক্ষা কমিটির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জনসচেতনতা। সতর্কতা ও জনসচেতনতা অবলম্বনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব। আজ সচিবালয়ে রাজ্য সড়ক সুরক্ষা কমিটির বৈঠকে পরিবহণ দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করে দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব নয়। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনগণের সহযোগিতা ও সমন্বয় অত্যন্ত আবশ্যক। বৈঠকে পরিবহণ সচিব সড়ক সুরক্ষা বিষয়ে স্কুল, কলেজে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি মহড়া আয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ট্রাফিক, অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা এবং পরিবহণ দপ্তরকে যৌথভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন। বৈঠকে পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী সড়ক সুরক্ষা বিষয়ে দপ্তরের কাজকর্মের সাফল্য, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ, ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ও নতুন উদ্যোগসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান, দপ্তর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার সহ তথ্য প্রযুক্তি যেমন ইন্টারসেপ্টার ভেহিক্যাল, রেখ অ্যানালাইজার, স্পিড রেডার গান, ই-ডার পোর্টাল ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। তিনি ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর তুলনামূলক পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

বৈঠকে পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আরও জানান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত লোক বা লোকেদের ৬০ মিনিটের (গোল্ডেন আওয়ারের) মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাদের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসা লোকেদের ৫ হাজার টাকা গুড সামারিটন পুরস্কার প্রদান করা হয়। একজন গুড সামারিটনকে বছরে সর্বোচ্চ পাঁচ বার পুরস্কার দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। হিট অ্যান্ড রান স্কিমে চিকিৎসা বাবদ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্যের সংস্থান রয়েছে। এ সুবিধাগুলি পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জেলাশাসক অফিসে সড়ক সুরক্ষা কমিটির কাছে আবেদন জানাতে পারেন। তিনি আরও জানান, সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক গঠিত সড়ক সুরক্ষা কমিটির নির্দেশিকায় সড়ক সুরক্ষা বিষয়টিকে দেখার জন্য রাজ্যে একটি ডেডিকেটেড রোড সেফটি উইং গঠনের পাশাপাশি একজন স্টেট নোডাল অফিসার নিয়োগ করার নির্দেশিকা রয়েছে।বৈঠকে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে রাস্তা প্রশস্তিকরণ, ফুটপাথ ব্যবহার করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে রাজ্য ও জেলার দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকা ও ব্ল্যাকস্পটগুলিতে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বেপরোয়া যান চলাচলে ড্রাইভিং লাইসেন্স সাসপেন্সন সহ যেসব জরিমানার সংস্থান রয়েছে সেইসব বিষয়ে আরও জনসচেতনতা বাড়াতে বৈঠকে আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে জনসচেতনতামূলক প্রচার পুস্তিকা, মাইকিং করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে টিবি মুক্ত অভিযান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ ডিসেম্বরঃ আজ কৈলাসহরের কলাক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক টিবি মুক্ত অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। টিবি মুক্ত ভারত অভিযানে আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী,নার্সিং ছাত্রী ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আজ কৈলাশহরের কলাক্ষেত্রে জেলা ভিত্তিক ১০০ দিন ব্যাপী টিভি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাথে একটি ভ্যান গাড়ির উদ্বোধন এবং ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কেন্দ্রের টিবি মুক্ত ভারতের ভিডিও দেখানো হয়।

জেলার আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ,নার্সিং ছাত্রী, এনজিও এবং যারা টিবি মুক্ত হয়েছেন উনারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দুই জন টিবি রোগীকে সরকারের গাইডলাইন মেনে সাহায্য করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের টিবি রোগের এডভাইজার ডঃ রঞ্জন কুমার চৌধুরী, চীফ মেডিকেল অফিসার ডক্টর শিশেন্দু চাকমা, মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্গ সাহা, কৈলাশহর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য শ্যামল দাস, জেলা টিভি আধিকারিক ডক্টর সুভাষ বড়ুয়া সহ আরো অনেকেই। প্রথমেই প্রদীপ প্রজননের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। প্রত্যেক বক্তা টিবি রোগের নানাবিধ প্রসঙ্গ ও সুস্থতা নিয়ে আলোচনা করেন।

সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস রাজ্যপালকে সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস উপলক্ষে আজ সকালে রাজভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুকে পতাকা পরিয়ে দেন রাজ্য সৈনিক বোর্ডের অধিকর্তা ক্যাপটেন (অবসরপ্রাপ্ত) পরমজিৎ সিং। রাজ্যপাল সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস তহবিলে অর্থদান করেন। রাজভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ আবারো রেলের নিচে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির। ওই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার মেলাপাথর রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া জি.আর.পি থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার প্রিয়তোষ শীল জানান, শুক্রবার সন্ধা রাতে তেলিয়ামুড়া জি.আর.পি থানার পুলিশের কাছে খবর আসে মেলাপাথর রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় রেলের নিচে কাঁটা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। যথারীতি খবর পাওয়া মাত্রই তেলিয়ামুড়া জি.আর.পি পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং প্রত্যক্ষ করতে পারে রেলে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। জি.আর.পি পুলিশ তাদের তদন্ত শুরু করে এবং মৃতদেহটি ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে। এখনো পর্যন্ত মৃতের নাম পরিচয় কিছুই জানা যায়নি।

উত্তর ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের পঞ্চম দ্বি-বার্ষিক জেলা সম্মেলন ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বরঃ শনিবার সকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে নর্থ ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাবের গৃহে অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের পঞ্চম দ্বি-বার্ষিক জেলা সম্মেলন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অনিতা সিংহা। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক জ্যোতির্ময় রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা উত্তর জেলা প্রভারী সমরেশ দে, চিন্ময় ধর, জেলা সম্পাদক রমাকান্ত নাথ, বিশিষ্ট সাংবাদিক কৌস্তভ ভট্টাচার্য্য, রাজ্য কমিটির সদস্য বুদ্ধ ভট্টাচার্য্য ,প্রাক্তন রাজ্য কমিটির সদস্য মিন্টু কুমার গুপ্ত প্রমূখ।এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এক দিবসীয় জেলা সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন। জেলা সম্মেলনে বিগত ২০২২-২০২৩ বছরে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের তরফে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির খতিয়ান তুলে ধরেন জেলা সম্পাদক রমাকান্ত নাথ।

অনুষ্ঠানে জেলা কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন জেলা কমিটিতে সভাপতি হিসেবে থাকবেন কৌস্তভ ভট্টাচার্য্য ও সম্পাদক রমাকান্ত নাথ। পাশাপাশি কাঞ্চনপুর মহকুমা কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

এদিন উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নকে আরো শক্তিশালী ও সাংগাঠনিক হওয়ার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি সাংবাদিকতা পেশাকে বাঁচিয়ে রাখতে সত্য নিষ্ঠা ও নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন করার আবেদন জানান।অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিরা বলেন, সাংবাদিকদের জনগনের বন্ধু হয়ে কাজ করতে হবে। সাংবাদিক যেন জনগনের কাজে আতঙ্কের কারন হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সাংবাদিকের পরিবেশিত একটি সংবাদ রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অত্যন্ত নির্ভরশীল ও গুরুত্বপূর্ণ।অতিথিরা আরো বলেন, সৎ নির্ভীক সাংবাদিক হতে হলে আর্থিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজন,সেক্ষেত্রে সাংবাদিকের নিজস্ব হাউস কর্তৃপক্ষ থেকে যেন মাসিক বেতনের সুবন্দোবস্ত করা হয় সেই চেষ্টা করতে হবে।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।